NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ কে হবেন বর্ষসেরা ক্রিকেটার হেড, কামিন্স, কোহলি না জাদেজা

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতকে টপকে ১ নম্বরে অস্ট্রেলিয়া ৮

কলকাতা ৬ জানুয়ারি ২০২৪ ২০ পৌষ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ২০৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 06.01.2024, Vol.17, Issue No.205, 8 Pages, Price 3.00

সন্দেশখালিতে রক্তারক্তি

রেশন দুর্নীতির তদন্তে গিয়ে আক্রান্ত ইডি আধিকারিকরা

আক্রান্ত সংবাদমাধ্যমও, গ্রেপ্তার পাঁচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে তদন্তে গিয়ে আক্রান্ত ইডি আধিকারিক। সঙ্গে খবর করতে গিয়ে আক্রমণ হল সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের ওপরেও। নজিরবিহীন এই ঘটনা ঘটেছে বসিরহাটের সন্দেশখালিতে। সন্দেশখালির সরবেড়িয়া গ্রামের ঘটনায় পাঁচ জনকে আটক করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে।

শুক্রবার সকালে জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ নেতার তথা সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহাজাহানের বাড়িতে ঢুকতেই ইডি আধিকারিকদের উপর হামলা চালায় শেখ শাহাজাহানের অনুগামীরা। সূত্রে খবর, এদিন সকাল সাতটা নাগাদ ইডির তরফে আটজনের একটি তদন্তকারী দল যায় শাহাজাহান শেখ-এর বাড়িতে। তখন গেট ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। প্রায় আধঘণ্টা ধরে ডাকাডাকি করেও কোনও উত্তর না আসায় সকাল ৭টা ৫০ নাগাদ দরজা ভাঙার চেষ্টা চালায় আধিকারিকরা। তারপরেই উত্তেজিত জনতা এসে ঘিরে ফেলে ইডি আধিকারিক-সহ সংবাদমাধ্যমকে। এরপরই ইডির আধিকারিকদের মারধর করতে এগিয়ে আসতে দেখা যায় তৃণমূল নেতার অনুগামীদের। ধাক্কা দেওয়া হয় নিরাপত্তায় থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরকেও। এরপরই ইডির আধিকারিকদের ধাওয়া করে এলাকা ছাড়াও করা হয়। ভাঙচুর করা হয় ইডি আধিকারিক ও সংবাদমাধ্যমে গাড়ি। দুজন ইডি আধিকারিক আক্রান্ত বলে জানা যায়। এঁরা হলেন সোমনাথ দত্ত ও রাজকুমার রায়।

সূত্রে খবর মিলছে, দু-জনের আঘাত গুরুতর। মাথায় আঘাত পেয়েছেন। এদিকে এই খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয় সংবাদমাধ্যমও, ভাঙা হয় ক্যামেরা, গাড়ি, মারধর করা হয় সাংবাদিকদেরও। এর জেরে তল্লাশি অভিযান তো দূরের কথা অবশেষ প্রাণ বাঁচিয়ে কোনওমতে এলাকা ছাড়েন ইডি আধিকারিক, কেন্দ্রীয় বাহিনী-সহ সংবাদমাধ্যম। দুই ইডি আধিকারিক-সহ একাধিক সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা আহত। এই ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনেকেই। এই ঘটনার তীব্র নিন্দার ঝড় ওঠে রাজনৈতিক মহলে। এই ঝড়ের আঁচ শুধু রাজ্যেই নয়, আঁচ পৌঁছেছে রাজধানীতেও। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কথায়, রেশন দুর্নীতির তদন্তে জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ নেতার বাড়িতে তল্লাশিতে গিয়ে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নজিরবিহীন।

এখন কথা হল কে এই শাহাজাহান শেখ বা শেখ শাহাজাহান। সন্দেশখালি বিধানসভার তৃণমূলের কনভেনার শাহজাহান শেখ এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলাপরিষদ-এর মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ। হোটেল-সহ নামে-বেনামে একাধিক ব্যবসাও আছে। বিপুল সম্পত্তির মালিক তিনি। রয়েছে একাধিক খুনের অভিযোগও। স্থানীয় সূত্রে খবর, সন্দেশখালি এলাকায় তাঁর নিজের রাজত্ব। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে সরব হওয়া বা বিরোধী রাজনীতি করার কোনও অধিকার কারও নেই। যদি মুখ খুলতে হয় বা বিরোধী রাজনীতি করতে হয় তবে তাঁর অনুমতি নিয়েই করতে হয়। এছাড়াও রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া ও দেশদ্রোহিতারও অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে এমনটাই দাবি বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের।

এদিকে শাহাজাহান অনুগামীদের দাবি, ইডি আধিকারিকরা কেন কোনও নোটিস না দিয়ে এই অভিযান চালিয়েছে। তাদের দাবি, সম্প্রতি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বসিরহাটে এসে শেখ শাহাজাহানের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে গিয়েছিল। বিজেপির কথামতো ইডি এই অভিযান চালাচ্ছে বলেও তাদের অভিযোগ। বছরে শুরুতেই ইডি আধিকারিকরা তল্লাশি চালাতে গিয়ে রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটল এবং একইসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের কর্মীরাও আক্রান্ত হলেন তাতে নিন্দার ঝড় উঠেছে সর্বত্রই।

ইডির অভিযানের কথা জানানো হয়নি আগে: নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডির অভিযানের কথা আগে জানানো হয়নি রাজ্যকে। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ রাজ্যের উচ্চপর্যয়ের আধিকারিকদের কাছে খবর আসে ইডির আধিকারিকদের উপর হামলা হয়েছে। যদিও তার আগেই খবর পাওয়া মাত্রই রাজ্য পুলিশ গিয়ে ইডির আধিকারিকদের উদ্ধার করে। রাজ্য পুলিশ খবর পাওয়ার ৩০ মিনিটের মধ্যে উদ্ধার অভিযানে নামে বলে জানানো হয়েছে।

রাজ্যের তরফে আরও জানানো হয়, এদিন ঘটনাস্থলে প্রথমে পৌঁছন এসডিপিও। তারপর জেলার পুলিশ সুপারকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে এডিজি সাউথ বেঙ্গল তাঁকেও যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই তিনি গোটা বিষয়টি মনিটরিং করছেন। রাজ্য পুলিশের কাছে খবর আসার পর আর কোনও ঘটনা বা কোনও হামলার ঘটেনি। ব্যারাকপুর থেকে অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স পাঠানো হয়েছে।

রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত শেখ শাহজাহানের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। শুক্রবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের সরবেড়িয়ার বাড়িতে পৌঁছন ইডির আধিকারিকরা। ইডি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেখ শাহজাহানের বাড়ির সামনে তাঁর অনুগামীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। কেন না জানিয়ে ইডির হানা, প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। আচমকাই ইডি আধিকারিকদের উপর চড়াও হয় স্থানীয়রা। ইডির আধিকারিকদের মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। তদন্তকারীদের ধাওয়া করে এলাকা ছাড়া করা হয়। ভাঙচুর করা হয় ইডির গাড়ি। এমনকী দু'জন ইডি আধিকারিকের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয় সংবাদমাধ্যমও। ভাঙা হয় ক্যামেরা, গাড়ি। শেখ শাহজাহান উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষের পাশাপাশি সন্দেশখালি ১-এর ব্লক সভাপতি।

সংবিধান মোতাবেক ব্যবস্থা

কড়া বার্তা রাজ্যপাল বোসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে তদন্তে গিয়ে তীব্র রোষানলের মধ্যে পড়েছেন ইডির অফিসাররা। হামলা হয়েছে তদন্তকারী অফিসারদের উপর। মাথা ফেটেছে ইডি অফিসারদের। আক্রান্ত হয়েছেন সিআরপিএফ জওয়ানরাও। শুক্রবার ইডি অফিসারদের উপর হামলার ঘটনায় এবার কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, 'হিংসা বন্ধ করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সংবিধান মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সন্দেশখালিতে এদিন সকালে যে অনভিপ্রেত ও নজিরবিহীন হামলা হয়েছে ইডির উপর, তা ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক বলেই মনে করছেন রাজ্যপাল বোস। এক ভিডিও বার্তায় বাংলার সাংবিধানিক প্রধান বলেছেন, 'একটি সভ্য সমাজের সরকারের দায়িত্ব এই বর্বরতা ও অশান্তি বন্ধ করা। যদি সরকার নিজের মৌলিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সংবিধান মোতাবেক ব্যবস্থা হবে। রাজ্যপাল হিসেবে আমি আমার সবরকম সাংবিধানিক বিকল্প মাথায় রাখছি। সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাংলার মানুষের সঙ্গে জঙ্গলরাজ করা যাবে না। বাংলা কোনও ব্যানানা রিপাবলিক নয়।' উল্লেখ্য, এই প্রথম নয়, এর আগেও বিভিন্ন সময়ে যখনই বাংলার কোনও প্রান্তে অশান্তির খবর এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে কড়া বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপাল। পঞ্চায়েতে নির্বাচনের সময়েও যেখান থেকে অভিযোগ পেয়েছেন, সেখানে ছুটে গিয়েছেন। এদিন ভিডিও বার্তায় রাজ্যপাল বলেন,'প্রাক নির্বাচনী হিংসা এখান থেকেই শুরু হল, এবং এখানেই এটা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। সমাজে অশান্তি হলে, তার দায় সরকারের। সরকারের উচিত চোখ খুলে দেখা।' শুক্রবারের ঘটনায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের এই বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিকে সন্দেশখালিতে ইডি ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই এনআইএ তদন্তের দাবি তুলতে শুরু করেছে বিজেপি। শাসক শিবির আবার পাল্টা বিজেপিকেই দুষছে এই ঘটনার জন্য। তাদের বক্তব্য, বর্তমানে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে মানুষ ইডি-সিবিআই ও বিজেপিকে আলাদা করে দেখছে না।

সন্দেশখালি-কাণ্ডে অভিযোগ জানাবে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে যে ভাবে ইডির অফিসারদের হেনস্থা করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে ইডি। শুক্রবার সকালে তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয়

তদন্তকারী সংস্থা ইডির গোয়েন্দারা। গ্রামবাসীরা তাঁদের ঘিরে ধরে মারধর করেন। তাতে জখম হন তিন ইডি আধিকারিক। এঁরা প্রত্যেকেই সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে এই মুহূর্তে চিকিৎসাধীন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁদের দেখতে এসেছিলেন স্বয়ং বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। এর পরেই ইডি সূত্রে জানা যায়, সন্দেশখালির ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করবে ইডি। এ ব্যাপারে তারা প্রস্তুতিও শুরু করেছে ইতিমধ্যেই।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দেশখালিতে আক্রান্ত আধিকারিক রাজকুমার রামের মাথায় চোট লেগেছে। তিনি গুয়াহাটির অফিসার। তাঁর মাথায় পাঁচ-ছ'টি সেলাই পড়েছে। স্ক্যান করানোও হয়েছে। তিনি এখন ওই বেসরকারি হাসপাতালের এইচডিইউ বিভাগে ভর্তি। বাকি দুই ইডি আধিকারিকের নাম অঙ্কুর এবং সোমনাথ দত্ত। তাঁদেরও আঘাতে সেলাই করতে হয়েছে এবং হাসপাতালে রেখেই চিকিৎসা করা হচ্ছে বলে ইডি সূত্রে খবর।

ইডি-র ওপর হামলায় বিস্ফোরক বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় বিস্ফোরক বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রবার তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন এখনও রাজ্যপাল ঘোষণা করছেন না যে, রাজ্যের সাংবিধানিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে? এরই পাশাপাশি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'যদি তদন্তকারীরাই মার খান, তাহলে তদন্ত হবে কী করে?'

এদিন নিয়োগ দুর্নীতির শুনানি চলাকালীন সিবিআইয়ের আইনজীবীকে বিচারপতি এ প্রশ্নও করেন, 'বন্দুক থাকে না? চালাতে পারো না? ২ জনকে মেরেছে দুশো জনকে পাঠাও।' আর এই বক্তব্য থেকে এটাও স্পষ্ট যে, সন্দেশখালিতে স্থানীয় ও তৃণমূলের ভূমিকায় তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।

প্রসঙ্গত, ইডি অভিযান ঘিরেই এদিন তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয় সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায়। শেখ শাহজাহানের বাড়িতে প্রবেশ করতে গেলে বাধার মুখে পড়তে হয় আধিকারিকদের। মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় দুই ইডি আধিকারিকের। কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়িতে চলে ভাঙচুর। বহু লোক এক জায়গায় জড় হয়েছিল, যাদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিলেন মহিলারা। সিআরপিএফ জওয়ানদের পর্যন্ত তোয়াক্কা করেনি ওই সব লোকজন। কার্যত ধাওয়া করে এলাকা ছাড়া করা হয় ইডি আধিকারিক ও জওয়ানদের।

ঘটনার গুরুত্ব এতটাই বেশি যে এরপরই সল্টলেকে সিআরপিএফ-এর অফিস থেকে বাড়তি বাহিনী পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এই বাড়তি বাহিনীতে রয়েছেন ২০ জন জওয়ান। এদিকে মধ্যমগ্রাম থেকেও এক সেকশন বাহিনী আসে। জানা যায়, প্রথমে আক্রান্তদের কাছে পৌঁছবে এই বাহিনী। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সরবেড়িয়া যাবেন কি না।

তবে এই ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থল ছাড়তে হয় তদন্তকারীদের। আহত আধিকারিককে সল্টলেকের হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। এই ঘটনা রাজ্যে কার্যত নজিরবিহীন বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সূত্রে এ খবরও মিলছে, এই ঘটনার রিপোর্ট যাচ্ছে দিল্লিতে। ইডি ও সিআরপিএফ উভয়েই এই ঘটনার রিপোর্ট দেবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষে কাছে। এদিকে, ঘটনার পর গোটা সন্দেশখালি কার্যত ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সূত্রে এ খবরও মেলে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে এই ঘটনা সম্পর্কিত রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে সিআরপিএফ-এর তরফে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, এই ঘটনা খুবই গুরুত্ব দিয়ে দেখছে কেন্দ্র। বারবার কেন বাংলায় এমন ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

শুধু সিআরপিএফ নয়, রিপোর্ট দিচ্ছে ইডি-ও। ইতিমধ্যেই তারা জোনাল ডিরেক্টরের কাছে প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করেছে। সিজিও কমপ্লেক্সে উপস্থিত হয়েছে স্পেশ্যাল ডিরেক্টরও। সূত্রের খবর, আক্রান্ত ইডি আধিকারিকরা হামলার ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাবেন দিল্লির সদর দপ্তরে। হামলার ঘটনার কথা ইডি আদালতেও জানাবে।

খোয়া গিয়েছে ইডির মোবাইল, ল্যাপটপও

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালির তৃণমূল নেতার বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে মার খেয়ে ফিরেছেন ইডির অফিসারেরা। ভাঙচুর করা হয়েছে তাঁদের গাড়িতেও। তবে ক্ষতির খতিয়ান সেখানেই শেষ হয়নি। ইডি সূত্রে খবর, সন্দেশখালিতে খোয়া গিয়েছে তাদের আরও অনেক কিছুই। মারমুখী জনতার নাগাল এড়িয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে কোনও মতে বেঁচে ফিরতে পারলেও সন্দেশখালিতে চুরি গিয়েছে ইডির ল্যাপটপ, মোবাইল এমনকী একটি ব্যাগও। তল্লাশি অভিযানে গেলে সাধারণত তদন্তের সুবিধার্থেই কিছু বাড়তি মোবাইল, ল্যাপটপ নিয়ে যেতে হয় ইডির গোয়েন্দাদের। তা ছাড়া ব্যক্তিগত মোবাইল তো থাকেই। ইডি সূত্রে খবর, এমনই একটি ল্যাপটপ গায়েব হয়েছে। উধাও হয়েছে ৪-৫টি মোবাইল ফোনও। এই সমস্ত জিনিস কখন কী ভাবে বেহাত হল সে ব্যাপারে এখনও ধন্দে ইডি। কারণ সেই সময় যে ভাবে তাঁদের ঘিরে ধরে আক্রমণ করা হচ্ছিল, তখন নিজেদেরই বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা।

হাসপাতালে রাজ্যপাল ও বিচারপতি গাঙ্গুলী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরও কয়েক দিন সল্টলেকের হাসপাতালে রাখা হতে পারে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সহ-অধিকর্তা রাজকুমার রামকে। চিকিৎসকেরা পর্যবেক্ষণে রাখতে চান তাঁকে। এমনটাই জানা গিয়েছে হাসপাতাল সূত্রে। শুক্রবার সন্দেশখালিতে অভিযানে গিয়ে সব থেকে বেশি আঘাত লেগেছে রাজকুমারের। আক্রান্ত বাকি দুই ইডি আধিকারিকও ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় হাসপাতালে তাঁদের দেখতে গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আক্রান্তদের দেখতে গিয়েছেন রেশন দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্তকারী অফিসারও। এদিন রাতের দিকে আহত ইডি আধিকারিকদের দেখতে যান হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও। সকালে তিনি এই হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা করেছিলেন।

আহত ইডি আধিকারিকদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, 'ওঁরা খুব সাহসী। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে নিজেদের প্রাণ আহুতি দিতেও পিছপা হবেন না। চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দেশখালিতে আক্রান্ত আধিকারিক রাজকুমারের মাথায় চোট লেগেছে। তিনি গুয়াহাটির অফিসার। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, মাথায় পাঁচ-ছ'টি সেলাই পড়েছে। স্ক্যান করানো হয়েছে। তিনি এখন বেসরকারি হাসপাতালের এইচডিইউ বিভাগে ভর্তি। বাকি দুই ইডি আধিকারিকেরও সেলাই পড়েছে। তৃণমূল নেতার বেশ কয়েক জন অনুগামী একসঙ্গে তিন আধিকারিকের উপর হামলা চালিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সে কারণে তিন আধিকারিকের শরীরের ভিতরে কোথাও আঘাত লেগেছে কি না, তা পরখ করে দেখতে চাইছেন চিকিৎসকেরা। তাই শুক্রবার তাঁদের পর্যবেক্ষণে রাখতে চাইছেন। ইডির শীর্ষ আধিকারিকেরা হাসপাতালে গিয়ে আক্রান্তদের খবর নিয়েছেন। দিল্লিতে ইডির সদর দপ্তর থেকেও খবর নেওয়া হয়েছে।

জন্মদিনে মমতাকে শুভেচ্ছা মোদির

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি: ৫ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। আর এই বিশেষ দিনে সমস্ত রাজনৈতিক মতানৈক্য ভুলে তাঁকে 'দিদি' সম্বোধন করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন সোশাল মিডিয়ায় মমতার উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেছেন তিনি।

শুক্রবার সকালে দলীয় নেতৃত্বের সকলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষও হ্যান্ডলে শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েও অবশ্য উল্লেখ করেছেন, নেত্রীর আসল জন্মদিন দুর্গাষ্টমীতে। তাঁর মা সেই দিনটাই মানতেন। তবু প্রতি বছর ৫ জানুয়ারির দিনটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন হিসেবে পালিত হয়।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৪/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১১৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Anima Das W/o. Sujit Paswan D/o. Kalirabi Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Sonam Das ও Sonam Paswan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ০৪/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৬ নং এফিডেভিট বলে Partha Bandyopadhyay S/o. Lokenath Bondyopadhyay ও Partha Bandyapadhyya S/o. Lt. T. Bandyapadhyya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৭ নং এফিডেভিট বলে Dilip Adhikary S/o. Ganesh Adhikary ও Dilip Adhikari S/o. G. Adhikari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫ নং এফিডেভিট বলে Sajal Kumar Saha S/o. Bimal Saha ও Sajal Kr. Saha S/o. B. Ch. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

I, Rabindranath Mazumder S/o. Mahananda Mazumder (original name) and Rabi Mazumder (recorded in my LIC Mutual Fund Certificate) both are the same & self identical person vide Affidavit No. 338 dt. 05/01/24 before Notary Public at Chinsurah, Hooghly.

নাম-পদবী

গত ২৯/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯০৭৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Tanmoy Nath ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tarun Kumar Nath ও T. Kr. Nath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sonali Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Lakshmi Kanta Pal ও L. K. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৩ নং এফিডেভিট বলে Salil De S/o. Gopimohan De ও Salil Kr. De S/o. G. M. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Prasanta Das ও Prasanta Kr. Das S/o. Kashinath Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১০১ নং এফিডেভিট বলে Soudipta De S/o. Sibaprosad De ও Sodipta De S/o. S. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০১/২৪ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা কোর্টে ২৪৭ নং এফিডেভিট বলে Arun Kumar Dutta ও Arun Dutta S/o. Late Kshira Mohan Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি আতারুল হক মন্ডল, পিতা Sattar Ali Mandal, সাং ও পোঃ গোবিন্দপুর, থানা- হাঁসখালী, জেলা নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং MP1520090081342, পিতার নাম Lt. SH Sattar Ali হইয়াছে। ০৪.০১.২০২৪ তারিখের রানাঘাট ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে পিতা Sattar Ali Mandal ও Lt. SH Sattar Ali একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত 12-12-2023 তারিখে মাননীয় Judicial Magistrate (1st Class) দাঁতন কোর্টে 8047 নং এফিডেভিট মূলে আমি Sudarshan Maiti পিতা-গোপাল মাইতি & Sudarsan Maiti পিতা- গোপাল মাইতি, গ্রাম ও পোঃ- নাড়াজোল, থানা- দাসপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, LALTU KUMAR SARKAR, S/O PRODIP KUMAR SARKAR resident at vill. Padmapurkur, P.O. Andharmanik P.S. Baduria, Dist: North 24 Pgs. W.B., hereby declare that my father "PRODIP KUMAR SARKAR", "PRADEEP KR SARKAR" and "PRADIP KUMAR SARKAR" are same and one identical person through an affidavit before the Judicial Magistrate (1st Class) at Basirhat, North 24 Pgs., on 05.01.24.

হারানো প্রাপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রীমতী সাবিত্রী মালাকার স্বামী শ্রী শ্যামল মালাকার সাং পুর্বায়ন, লিচুবাগান, পোঃ- সাহাগঞ্জ, থানা- চুঁচড়া, জেলা-হুগলী বিগত ইং 20.10.2006 তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত 4429 নং কোবালা দলিল যাহা পূর্ব মালিক শ্রীমত্যা বাসনাশীল এর নিকট হইতে ৩ কাঠা ৩৩ স্কো.ফুট জমি খরিদ করেন। এক্ষণে উক্ত দলিলের Mother/Link Deed নং 890, রেজিস্ট্রীকৃত তারিখ ইং 10.02.1999। এবং আরেকটি Link Deed নং 4138 নং, রেজিস্ট্রীকৃত তারিখ 14.07.1987। এই দুটি দলিলের আসল কপি আমার মক্কেলের নিকট হইতে ব্যাণ্ডেল স্টেশন রোড থেকে খোয়া গিছেছে। জমির L.R Dag নং-10177, এবং খতিয়ান নং 6324 এবং মৌজা কেওটা। তিনি ব্যান্ডেল থানায় একটি জি.ডি.ই নথিভুক্ত করেছে। যাহার নং 42, তারিখ ইং 02.01.2024। যদি কেহ দলিলটি পাইয়া থাকেন অথবা কোনরূপ দাবি থাকিলে আগামী 7 দিনের মধ্যে আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন।

বিনীত
গৌতম সাহা,
অ্যাডভোকেট,
হাইকোর্ট কলকাতা।
(M)-9836467803

E-Tender

E- Tenders are invited by The Prodhan, Murutia Gram Panchayat (Under Karimpur–II Panchayat Samity) Baliadanga, Nadia. **NIET NO. 33/15th CFC UNTIED/2023-24.** Last date of submission **20.01.2024 up to 6.55p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Murutia Gram Panchayat

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-**adconnexon@gmail.com**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

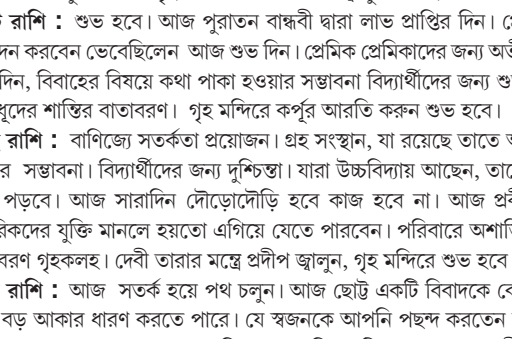

Call : 98306-94601 / 90518-21054

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ই জানুয়ারি ২০শে পৌষ শনিবার। দশমী তিথী। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের মহাদশা। বিংশোত্তোরী রাহুর র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রতিবেশীর সাথে হঠাৎ করে বিবাদের সম্ভাবনা। ব্যবসাটি যেভাবে সাজাবেন ভেবেছিলেন, তাতে কিছু বাধা পড়বে। আজ সতর্ক থাকা ভালো, দূর সম্পর্কের আত্মীয় থেকে। হঠাৎ করে অপরিচিত ফোন কল না ধরা শুভ। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। একদম সকালে বাজার করাকে কেন্দ্র করে পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সম্ভাবনা। নিজেগৃহ মন্দিরে একমুষ্টি আতপ চাল ও প্রদীপ দান করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। যারা পোস্ট doctorate বা ডক্টরেট করার জন্য, বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য শুভ। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে শুভ যোগ তৈরি হবে। ঋণ দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। ব্যবসায় নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে ।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দেবী মহাকালী চরণে লাল জবা দিন। শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজ দিনটি খুবই শুভ হবে। কর্মের অনুসন্ধানে যারা রয়েছেন তাদের কর্ম প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ। ব্যাংক ইন্সুরেন্স থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। পরিবারে জটিল যে সমস্যা ছিল তার সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল শুভ। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : শুভ হবে। আজ পুরাতন বান্ধবী দ্বারা লাভ প্রাপ্তির দিন। প্রেম নিবেদন করবেন ভেবেছিলেন আজ শুভ দিন। প্রেমিক প্রেমিকাদের জন্য অতীব শুভ দিন, বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের শান্তির বাতাবরণ। গৃহ মন্দিরে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : বাণিজ্যে সতর্কতা প্রয়োজন। গ্রহ সংস্থান, যা রয়েছে তাতে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। যারা উচ্চবিদ্যায় আছেন, তাদের বাধা পড়বে। আজ সারাদিন দৌড়োদৌড়ি হবে কাজ হবে না। আজ প্রবীণ নাগরিকদের যুক্তি মানলে হয়তো এগিয়ে যেতে পারবেন। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ গৃহকলহ। দেবী তারার মন্ত্রে প্রদীপ জ্বালুন, গৃহ মন্দিরে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ সতর্ক হয়ে পথ চলুন। আজ ছোট্ট একটি বিবাদকে কেন্দ্র করে বড় আকার ধারণ করতে পারে। যে স্বজনকে আপনি পছন্দ করতেন না, হঠাৎ করে আজ তার ফোন কলে পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হবে। বস্ত্র ব্যবসায়ীরা সতর্ক থাকুন। যারা শিক্ষকতা করেন তারা সতর্ক থাকুন। গৃহ মন্দিরে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। ব্যবসা বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করেছিলেন, নির্ভয় তা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল শুভ। গৃহ মন্দিরে ২১ টি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পুরাতন বান্ধবী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। যারা শিক্ষকতা করেন, যারা টেকনিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজের মধ্যে আছেন, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা উচ্চবিদ্যা আছেন তাদের জন্যও শুভ। ব্যাংকিং টেনশন যা ছিল, সেখান থেকে সমস্যার পথ পাবেন। পরিবারে গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন। কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : নৈরাশ্য- আলস্য- হতাশা, আপনাকে আজ গ্রাস করবে। কোন সুযোগ হাতের বাইরে যেতে পারে। আপনাকে আজ সাক্ষাতের জন্য কেউ ডাকলে, খুব গুরুত্ব সহকারে দেখা করুন। কোন প্রভাবশালী মানুষের সহযোগিতায় কোন কাজ হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু আপনার আলস্য নৈরাশ্য হতাশা আজ গ্রহ সংস্থান এইরকম। গৃহে কলহ বিবাদের সম্ভাবনা। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকে আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। মনের মধ্যে একটা আনন্দ অনুভূত হবে, স্বজন বান্ধব পরিবার প্রতিবেশী দ্বারা শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। এগিয়ে চলুন বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রেমিকদের অত্যন্ত শুভ। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন। শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : শ্রমের দ্বারা জয় নিশ্চিত। কিছুটা হতাশা মনোমধ্যে তৈরি হবে। কর্মে শুভ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। যারা শিল্পী এবং কলা কুশলী বা অভিনয় করেন তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যে যোগাযোগ আটকে ছিল আজ আবার তা নতুন পথ দেখাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে বিল্ব পত্রসহ ভগবান শিবের পুজো করুন ভালো হবে।

মীন রাশি : শুভ। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধি। বিশেষত তরল পদার্থ কেমিকেল জল দুধ এই ধরনের বাণিজ্যে যারা আছেন, তাদের প্রভূত সম্মান বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন স্বজন আত্মীয় দ্বারা উপকৃত হবেন। আজ গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে।

(আজ বিপ্লবী বারীন্দ্র ঘোষের ভূমিষ্ঠ দিবস। জৈন পার্শ্বনাথ দেবের আবির্ভাব তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নদীর তলার বাতাবরণ তৈরিতে আলোতে মেট্রো টানেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বছর হুগলি নদীর নিচ দিয়ে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর চলাচল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে মেট্রো তার পরিষেবার স্বপ্ন পূরণ করবে। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডরের যাত্রীরা হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারবেন হুগলি নদীর নিচ দিয়ে এই সংযোগ স্থাপন হলেই। আর্থ প্রেসার ব্যালেন্সিং টানেল বোরিং মেশিনের সাহায্যে রবীন্দ্র সেতুর (হাওড়া ব্রিজ) ৩৫০ মিটার নিচের দিকে অবস্থিত দুটি সুবিশাল সুড়ঙ্গ খনন করা হয়েছে। এই টানেল তৈরি করা হয়েছে ৬৬ দিনে যা নির্মাণ কার্যে এক রেকর্ড। নদীর নিচে এই টানেলের দৈর্ঘ্য ৫২০ মিটার। আর এই চমৎকার টানেলের সাহায্যেই হুগলি নদীর পার্শ্ববর্তী দুই শহর হাওড়া ও কলকাতাকে শহরকে যুক্ত করবে। যা কয়েক বছর আগেও যা ভাবা যেত না। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জলের নিচে এই ৪৫ সেকেন্ড যাত্রার জন্য এমন ব্যবস্থা নিচ্ছে যাতে যা সমস্ত যাত্রীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে। কলকাতা মেট্রো সূত্রে এও জানানো হয়েছে, এই অস্বচ্ছ

টানেলগুলি অভ্যন্তরীণ ব্যাস ৫.৫৫ মিটার। ২৭৫ মিমি পুরু আরসিসি সেগমেন্টাল স্থায়ী লাইনার রয়েছে। তবুও যাত্রীদের মনে হবে যে তারা হুগলি নদীর নীচে ভ্রমণ করছেন। এর জন্য, চলন্ত রেকের চারপাশে জলের প্রভাব দেওয়ার জন্য নীল আলোর সঙ্গে নদীর অভ্যন্তরের দেওয়ালের বিশেষ আলোকসজ্জা করা হয়েছে। সঙ্গে নজরে আসবে আলোকিত মাছও। এই ধরনের ৪০টা আলোকিত মাছের প্রতিকৃতি সাজানো হয়েছে সুড়ঙ্গের ভিতরের যেগুলো দেওয়ালে সাঁতার কাটছে বলে মনে হবে। উদ্যোগে রয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহুজাতিক কোম্পানি ফিলিপস। এর পাশাপাশি মেট্রো রেলও কিছু বিশেষ সাউন্ড এফেক্ট নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে যাতে এই মেট্রো যাত্রা স্মরণীয় হয়ে থাকে।

নামখানা ব্লকে নামখানা নারায়ণ বিদ্যামন্দির প্লাটিনাম জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান হল। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি, নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাশ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা।

পুজোর বোনাস বাড়ল সিভিক ভলান্টিয়ারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিভিক ভলান্টিয়ার্সের পুজো বোনাস বাড়লো। তার পরিমাণ ২০০০ থেকে বেড়ে হলো ৫৩০০। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে ২২- ২৩ সালের আর্থিক বছর থেকে। বৃহস্পতি বার স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দপ্তর সূত্রে খবর, কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার্স এই সুবিধা পাবে। জেলার সিভিক ভলান্টিয়াররা যে ৩৩০০ টাকা বাড়তি পাবেন সেই টাকা দেওয়া হবে অ্যাডহক বোনাসের পরিপ্রেক্ষিতে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের অধীনস্থ সিভিক ভলেন্টিয়াররা এতদিন এই অ্যাডহক বোনাস হিসাবে বছরে ২০০০ টাকা পেতেন। অন্যদিকে কলকাতা পুলিশের অধীনস্থ সিভিক ভলান্টিয়াররা একই ক্ষেত্রে বার্ষিক ৫৩০০ টাকা বোনাস পেতেন। বোনাসের এমন পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে মাস কয়েক আগে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

অ্যাডহক বোনাসের ক্ষেত্রে এতদিন কলকাতা পুলিশ অধীনস্থ সিভিক ভলান্টিয়ার এবং রাজ্য পুলিশ অধিনস্থ সিভিক ভলান্টিয়ারদের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তা এবার দূর করে দেওয়া হল। এবার রাজ্য পুলিশ অধীনস্থ সিভিক ভলান্টিয়াররাও অ্যাডহক বোনাস হিসাবে বাৎসরিক ৫৩০০ টাকা পাবেন। এমন পার্থক্য দূর হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের হাজার হাজার সিভিক ভলান্টিয়ার উপকৃত হবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা এমসিসিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমাকে সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি চেম্বার প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এমসিসিআইয়ের তরফ থেকে। এদিনের এই আলোচনা সভায় এমসিসিআই'র ভাইস -প্রেসিডেন্ট প্রীতি এ সুরেকা মিজোরামের উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির আওতায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংহতির প্রসারে রাজ্যটির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি শহর পরিকল্পনা, পরিকাঠামো, স্টার্ট আপ, দক্ষতা উন্নয়ন, হস্তচালিত তাঁত এবং হস্তশিল্প ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে খোঁজখবরও নেন। মিজোরামের পর্যটন ক্ষেত্রের অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বেসরকারি সংস্থাগুলির ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা, সমগ্র মিজোরামের পর্যটন ক্ষেত্রেও রয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠান শেষে এমসিসিআই-র পশুপালন ও মৎস্য পর্ষদের চেয়ারম্যান অমিত কুমার সারাওগি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

কলকাতা: প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল 'একম', যার মূল লক্ষ্য ছিল উৎসবের আবহে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের একতা বৃদ্ধি করা। অ্যাডামাস নলেজ সিটির অ্যাডামাস ওয়ার্ল্ড স্কুলের মাঠে শুরুতেই কুচকাওয়াজে পা মেলান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ১০টি স্কুলের পড়ুয়ারা। শ্রেষ্ঠদের হাতে কুচকাওয়াজ শেষে তুলে দেওয়া হয় সেরার পদক। অনুষ্ঠানের মূল ধরা বজায় রাখতে পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় একম সংগীত-ও। পতাকা উত্তোলন শেষে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর সমিত রায়। এরপর মশাল প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানে তাঁর পাশাপাশি অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সুরঞ্জন দাস ও বিভিন্ন বিভাগের ডিনেরা। অ্যাডামাসে আয়োজিত এই প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তু ছিল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। সেখানে তুলে ধরা হয় দেশের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ প্রান্ত ছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন ধারা ও রীতিনীতি।

ষড়যন্ত্র শীঘ্রই সামনে আসবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দলে রাজ পান্ডের ওপর গুলি চালানোর ঘটনায় ধৃত পাপ্পু সিংকে দু'দিন পুলিশি হেপাজত শেষে শুক্রবার ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়েছিল। বিচারক এদিন পাঁচ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে পাপ্পুকে জামিন দিয়েছেন। যদিও এদিন বিক্কি যাদব খুনের মামলায় বিচারক পাপ্পুকে ১৪ দিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। শুক্রবার ব্যারাকপুর আদালতে এসে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ষড়যন্ত্র শীঘ্রই সামনে আসবে। গুলি চালানোর ঘটনায় বিচারক পাপ্পুর জামিন মঞ্জুর করেছেন। সুতরাং সত্যের জয় হয়েছে। সাংসদ আরও বলেন, গুলি কাণ্ডে পাপ্পুর জামিন প্রমাণ করে দিল পুরোপুরি হেনস্তা করার জন্য ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সাংসদের দাবি, আইনের ওপর তাদের ভরসা আছে। আগামীদিনে তারা নিশ্চিতভাবে ন্যায়-বিচার পাবেন। অপরদিকে পাপ্পুর আইনজীবী

সুশান্ত রায় বলেন, গুলি চালানোর ঘটনায় পাপ্পুর জামিন মিলেছে। বিক্কি যাদব খুনের ঘটনায় ওর জামিন মেলেনি। তবে পাপ্পুর জামিনের দাবিতে পরবর্তীতে তারা উচ্চ আদালতে যাবেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৬ জানুয়ারি ২০২৪ ২১ পৌষ ১৪৩০ শনিবার

১০ জানুয়ারি পর্যন্ত জাঁকিয়ে ঠান্ডার আশা নেই কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১০ জানুয়ারির আগে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়ার আশা নেই বাংলায়, এমনটাই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের। সঙ্গে বৃষ্টির পূর্ভাবাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার ও শনিবার ভিজতে পারে পশ্চিমের জেলাগুলি। এই তালিকায় রয়েছে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূমে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে এই জেলাগুলিতে। এদিকে মৌসম ভবন জানাচ্ছে, বর্তমানে রাজ্যে উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়ার প্রভাব কম। সে কারণেই তামমাত্রা নতুন করে কমছে না। উল্টে আগামী কয়েকদিন রাতের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যাবে। তবে ১০ তারিখের পর থেকে ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে।

এদিকে রবিবার সকালেও কলকাতা সহ প্রায় সব জেলাতেই

দেখা গিয়েছে কুয়াশার দাপট। আগামী কয়েকদিন একুই ছবি দেখা যাবে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫০ থেকে ৯৩ শতাংশের আশেপাশে। তবে মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়াতে শনিবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও পূবালি হওয়ার সংঘাতের জেরেই এই বৃষ্টি, এমনটাই আভাস আবহাওয়া দপ্তরের তরফে।

শুক্রবার সকাল থেকেই মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে একাধিক জেলায়। বেশ কয়েকটি জেলায় সকাল থেকেই ছিল মেঘে ঢাকা। শনিবারও চিত্রটা খুব একটা বদলাবে বলে মনে করা হচ্ছে না। তবে আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। উপরের দিকের অংশগুলিতে তুষারপাতের সম্ভাবনা থাকছে। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। কয়েকটি জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা থাকছে। সতর্ক করা হচ্ছে গাড়ি চালকদেরও।

কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বোম মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে বোমাতঙ্ক! সূত্রে খবর, কলকাতা পুলিশকে মেইল করে বোমা মেরে গোটা জাদুঘর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি স্বঘোষিত এক জঙ্গি সংগঠনের। এদিকে পুলিশ সূত্রের খবর, কলকাতা পুলিশের নিজস্ব ই-মেল আইডিতে একটি মেইল আসে ভোর চারটে নাগাদ। 'টেরোরাইজার ১১১' নামের এক সংগঠনের নামে পাঠানো ওই ইমেলে দাবি করা হয়েছে, তারা একটি জঙ্গি সংগঠন। কলকাতা জাদুঘরের একাধিক জায়গায় তারা বোমা রেখেছে। সংবাদমাধ্যমে তাদের নাম না দিলে, অর্থাৎ তাদের প্রচারের আলোয় না আনলে জাদুঘর উড়িয়ে দেওয়া হবে। এই ইমেল পাওয়ামাত্রই সক্রিয় হয়ে ওঠে কলকাতা পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে ছুটে যান পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। পাঠানো হয় বোম্ব স্কোয়াড। এমনিতে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের নিরাপত্তার দায়িত্বে

প্রচুর পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকে। এদিন আরও বাহিনী পাঠানো হয়। দ্রুত মিউজিয়াম খালি করে দেওয়া হয়। এরপর জাদুঘরে চালানো হয় তল্লাশিও। তবে প্রকাশ্যে পুলিশ বোমাতঙ্কের কথা মানছে না। পুলিশের তরফে জানানো হয় একটি জরুরি অবস্থা তৈরি হওয়ায় জাদুঘরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তবে হঠাৎ পুলিশের এই তৎপরতায় জাদুঘরে আসা পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। যদিও প্রাথমিকভাবে পুলিশ আধিকারিকদের একাংশের ধারণা, জাদুঘর উড়িয়ে দেওয়ার এই হুমকি দেওয়া হয়েছে শুধু প্রচারের আলোয় আসার জন্যই।

দেশের রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রীর দাবিদার একমাত্র জননেত্রীই, দাবি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তিনি লড়াকু নেত্রী। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ৩৪ বছরের বাম শাসনকে উৎখাত করে বাংলার মসনদে বসা এই মানুষটার জন্মদিন। সরকারি নথি অনুযায়ী, ১৯৫৫ সালের ৫ জানুয়ারি তাঁর জন্ম। যদিও রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁর কেটেছে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা দেশের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে শুক্রবার নৈহাটির বড়মা কাছে পুজো দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের জনপ্রিয় সাংসদ অর্জুন সিং।

এদিন তিনি শক্তি মায়ের কাছে জননেত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করলেন। পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ বলেন, দেশের মানুষ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। মায়ের কাছে তাঁর প্রার্থনা, দেশের রাজনীতিতে নেত্রী যাতে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছতে পারেন, মায়ের কাছে সেই প্রার্থনাই করলাম। সাংসদের

দাবি, দেশের রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রীর একমাত্র দাবিদার জননেত্রীই। সাংসদের কথায়, দল খুব ভালো জায়গায় আছে। দল নিয়ে চিন্তা করার কিছুই নেই। লোকসভা নির্বাচনেও দল ভালো ফল করবে। এদিন বড়মা মন্দিরে হাজির ছিলেন হালিশহর পুরসভার উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত, তৃণমূল নেতা রানা দাশগুপ্ত, তৃণমূল যুব নেতা দীপঙ্কর ঘোষ, সোমা দাস-সহ দুর্দিনের বহু কর্মীরা। বড়মার মন্দিরে এসে হালিশহরের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত বলেন, আগামীদিনে কঠিন যুদ্ধ সামনে আসছে। মায়ের কাছে পুজো দিয়ে সাংসদ দলনেত্রীর সুস্থতা কামনা করলেন। দলে কোণঠাসা হয়ে পরা কর্মীদের নিয়ে রাজার মন্তব্য, বহু পুরানো কর্মী যারা দলের পেছনের সারিতে চলে গিয়েছেন। সাংসদ তথা জননেতাকে দেখে তারাও ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। দলের হয়ে তারা কাজও শুরু করে দিয়েছেন।

কাজ হারিয়ে মানসিক অবসাদে নৈহাটিতে আত্মঘাতী জুটমিল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কাজ হারিয়ে বেশ কয়েকমাস ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন এক জুটমিল কর্মী। অবশেষে তিনি শুক্রবার সকালে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন। নৈহাটির ৮ নম্বর বিজয়নগর আনন্দময়ী পল্লির ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সমীর বিশ্বাস (৫৬)। বর্তমানে তাঁর উপার্জনের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। মৃতের স্ত্রী বাসন্তী বিশ্বাস জানান, তাঁর স্বামী নৈহাটি জুটমিলের শ্রমিক ছিলেন। পুজোর আগে থেকেই তাঁর কাজ ছিল না। কয়েকদিন ধরেই উনি বলছিলেন, কাজ নেই। তাই আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। বাসন্তী দেবী আরও জানান, ঘুম থেকে উঠে পুত্র ও তিনি দেখেন দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। অনেক ধাক্কাধাক্কি করেও দরজা খোলা যায়নি। একজন প্রতিবেশী এসে দরজা খুলতেই দেখেন বারান্দায় টিনের শেডের সঙ্গে দঁড়ি দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে তাঁর স্বামী ঝুলছে। মৃতের পড়শি বন্দনা বিশ্বাস বলেন, ঘুম ভাঙতেই মৃতের স্ত্রী ও পুত্র দেখেন বাইরে থেকে ওদের দরজা আটকানো। এরপর মৃতের পুত্র তার দেওয়ের মেয়েকে ফোন করে দরজা খুলতে বলেন। দেওয়ের মেয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই ওরা দেখেন বারান্দায় ওই ব্যক্তি ঝুলছেন। প্রতিবেশীদের দাবি, কাজ হারিয়ে অভাব অনটনের কারনেই ওই ব্যক্তি আত্মহননের পথ বেছে নিলেন। নৈহাটি থানার পুলিশ জুটমিল কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। জুটমিল কর্মী সমীর বিশ্বাসের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে নৈহাটির আনন্দময়ী পল্লিতে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বঙ্গ সংগীত উৎসব ২০২৪। শুক্রবার প্রেস ক্লাবে হয়ে গেল তারই সাংবাদিক সম্মেলন, উপস্থিত ছিলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি, বিধায়ক অসীম সরকার, অভিনেত্রী অঞ্জনা বসু-সহ বিশিষ্টজনেরা। ছবি: অদিতি সাহা

সেক্টর আধিকারিকদের নামের তালিকা চূড়ান্ত করার নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকারি ভাবে এখনও লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। তবে প্রস্তুতির কাজ পুরোদমে শুরু করে দিল নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, জানুয়ারির মধ্যেই সেক্টর আধিকারিকদের নামের তালিকা চূড়ান্ত করে ফেলতে বলা হয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকে তাঁদের প্রশিক্ষণ শুরু হবে। ১৫ মার্চের মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।

এদিকে কমিশনের খবর, সম্ভবত চলতি সপ্তাহেই প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। এরপরই ভোটের প্রস্তুতির কাজ খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহেই তাঁরা রাজ্যে আসতে পারেন। তার আগে নির্বাচন পরিচালনার কাজে নিযুক্ত সেক্টর অফিসার-সহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলতে চাইছে সিইও দপ্তর। সেজন্য জেলাশাসকদের আরও তৎপর হতেও নির্দেশ গেছে কমিশনের তরফ থেকে।

কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী তিনটি পর্বে জেলা ও মহকুমাস্তরের সেক্টর আধিকারিকদের ট্রেনিং দেওয়া হবে। তার মধ্যে প্রথম ধাপের ট্রেনিং শেষ করতে হবে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে। দ্বিতীয় পর্বের প্রশিক্ষণের কাজ শেষ হবে ৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। তৃতীয় পর্ব শেষ করতে হবে ১৫ মার্চের মধ্যে। একদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে ভোটপর্বে সেক্টর আধিকারিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত করা হবে। এবার ভোটে ডিফেসমেন্টের অর্থাৎ ভোটের হোর্ডিং-পোস্টার সরানোর জন্য নতুন নিয়ম চালু করতে চলেছে কমিশন। সে বিষয়টিও সেক্টর অফিসারদের সামনে তুলে ধরা হবে।

পাশাপাশি ফ্লাইং স্কোয়াড, এসএসটি, ভিভিটি, ভিএসটি, অ্যাকাউন্টিং টিম, এক্সপেনডিচার পোর্টাল এবং ভোট প্রচারের নিয়মনীতি সম্পর্কেও সেক্টর আধিকারিকদের জানানো হবে। প্রশিক্ষণ শেষে থাকছে মূল্যায়নের ব্যবস্থাও।

তাতে ৩০ মিনিটে ৩০টি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এর আগে গত জুলাইয়ে কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতিরিক্ত জেলাশাসকদেরও ভোটের প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যেই শেষ।

অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে নির্দেশিকা জারি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হচ্ছে চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। স্কুল পড়ুয়াদের কাছে জীবনের প্রথম পরীক্ষা। পরীক্ষায় বসছে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী। আর সেই পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড কবে দেওয়া হবে তা নিয়ে নির্দেশিকা জারি করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

পর্ষদ নির্দেশিকায় জানিয়েছে আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে বিভিন্ন স্কুলগুলি পর্ষদের ক্যাম্প অফিসগুলি মারফত অ্যাডমিট কার্ড নিতে পারবে। ওই দিন সকাল ১১ টা থেকে ক্যাম্প অফিসগুলি থেকে অ্যাডমিট কার্ড নেওয়া যাবে। ২৪ জানুয়ারি থেকে স্কুল মারফত ছাত্র-ছাত্রীরা নিতে পারবে এই অ্যাডমিট কার্ড। ইতিমধ্যেই এই নির্দেশিকা বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়েছে বলেও পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে। সূত্রের খবর, অ্যাডমিট কার্ডগুলিতে কোনও ভুল থাকলে ২৯ জানুয়ারির মধ্যে তা সংশোধন করতে হবে। নির্দেশিকায় তাও জানিয়েছে পর্ষদ।

অন্যদিকে অ্যাডমিট কার্ডের জন্য যে সব স্কুল 'এনরোলমেন্ট ফর্ম' এখনও পর্যন্ত জমা দেয়নি তাদের জন্য ফের সময়সীমা বাড়িয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত স্কুলগুলি চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এনরোলমেন্ট ফর্ম জমা দিতে পারবে। সেক্ষেত্রে স্কুলকে লেট ফাইন দিয়েই আবেদন পত্র জমা দিতে অনুমতি দেওয়া হবে। পর্ষদ জানিয়েছে, ১০০ টাকা করে ছাত্র পিছু লেট ফাইন দিতে হবে স্কুলগুলিকে।

প্রসঙ্গত, ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলগুলির কাছে সময়সীমা ছিল এই এনরোলমেন্ট ফর্ম জমা দেওয়ার। এরপরও একাধিক স্কুল নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেও এনরোলমেন্ট ফর্ম জমা দিতে পারিনি। তার জন্যই সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার ভয়াবহ অবস্থা, মন্তব্য শুভেন্দুর, এনআইএ তদন্তের আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভয়ঙ্কর। পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিপর্যস্ত। শুক্রবার এই মন্তব্য করে সন্দেশখালির ঘটনায় এনআইএ তদন্ত দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি ঘটনার ছবি এবং ভিডিও-সহ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, সন্দেশখালিতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার টিএমসি নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে অভিযান চালানোর সময় ইডি আধিকারিক ও সিআরপিএফ জওয়ানদের উপর নৃশংস হামলা হয়। আমার সন্দেহ যে জাতীয় বিরোধী হামলাকারীদের মধ্যে

রোহিঙ্গারা রয়েছে। আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং সিআরপি-র অধিকর্তাকে অনুরোধ করছি এই গুরুতর পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই নৈরাজ্যকে দমন করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে। এনআইএ-রও বিষয়টি তদন্ত করা উচিত।

শহিদ দিবসে শুভেন্দুকে নেতাই যাওয়ার অনুমতি আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৭ জানুয়ারি শহিদ দিবসে নেতাই যেতে পারবেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার এমনই অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের নির্দেশ, নেতাই শহিদ স্মৃতি রক্ষা কমিটিকে বিকাল সাড়ে চারটার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বিকাল ৫ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত শ্রদ্ধা জানাতে যেতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী। নিরাপত্তারক্ষী সমেত সীমিত লোক নিয়ে যেতে পারেন শুভেন্দু। তবে শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানের পাশে কেউ কোনও স্লোগান দিতে পারবে না। শুক্রবারের শুনানির সময়ে শুভেন্দু সওয়াল করেন, ২ জন নিহত এবং ৭ জন আহতের পরিবার তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন। তার প্রেক্ষিতে বিচারপতি বলেন, 'মামলায় রাজনৈতিক রং লাগুক সেটা আমি চাই না।' গোটা অনুষ্ঠানের ভিডিওগ্রাফি করারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এদিনের এই মামলার

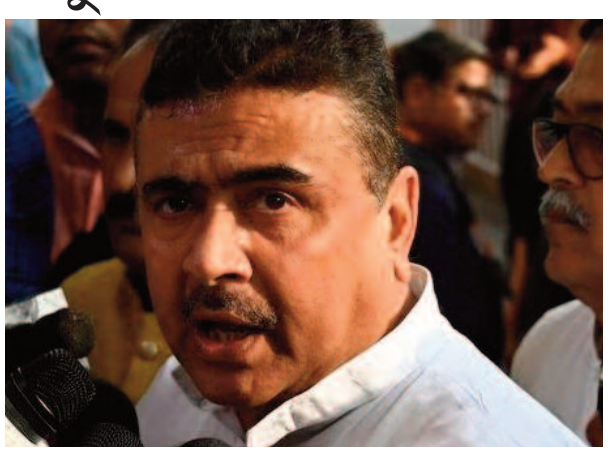

প্রেক্ষিতে বিচারপতির মন্তব্য, 'গত ১২ বছর ধরে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। আগে শুভেন্দু অধিকারীকেও অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করা হত। দল বদলের পর তার ওপর আগ্রহ হারিয়েছে আয়োজক কমিটি। যদিও শুভেন্দু অধিকারী সেখানে যেতে আগ্রহী।' এদিকে ২০২৩-এ নেতাই যাওয়ার পথে বাধার মুখে পড়তে হয় শুভেন্দু অধিকারীকে। ঝিটকার জঙ্গলের কাছে তাঁর পথ আটকানোর অভিযোগ ওঠে। সে সময়ে রাজনৈতিক বিতর্কও তৈরি হয়। এবছর নেতাইয়ের স্মরণসভা যাওয়ার আগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু অধিকারী। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি এজি-কে পরামর্শ দেন, দু'দিনে অন্তত এক ঘণ্টা সময় দিন অন্যদের। অযথা জটিলতা বাড়াবেন না।

'সন্দেশখালির ঘটনা আমাদের বাংলার একটা কালো দিন'

মন্তব্য বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লকেটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কড়া ভাষায় সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক এবং সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার তিনি এক ভিডিওবার্তায় বলেন, আদালতের নির্দেশে সন্দেশখালিতে কেন্দ্রীয় সংস্থা তদন্তে গিয়েছে। সেই তদন্ত যাতে না হয়, যাতে চাপা পড়ে যায়, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এলাকার মহিলা-সহ লোকজনকে আগে বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভুল বুঝিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আটকে দেওয়া হয়েছে। তাদের আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমরা কোন জগতে বসবাস করছি? লজ্জার কথা! ইডি, সিআইডি-র তদন্তে সুরক্ষা দেওয়ার কথা রাজ্য সরকারের। তা না করে গুন্ডাবাহিনী, মাস্তানবাহিনীকে লেলিয়ে দিচ্ছে? কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন এই বাংলাকে? আমরা কোথায় বাস করছি? এতদিন আমাদের ওপরে হামলা হত। এখন আর শুধু আমাদের ওপরে নেই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসারদের ওপর হচ্ছে! এরপর তো দেখব প্রধানমন্ত্রী বা যে কেউ আসুন তাঁরাও সুরক্ষিত নন। যা খুশি করতে পারে! মহিলাদের লেলিয়ে দেওয়ার ঘটনায় মহিলা হিসাবে আজ খুব খারাপ লাগছে। লজ্জার কথা! বাংলার মানুষ ২০২৪-এ এর জবাব দেবে। আর যাঁদের ওপর আক্রমণ হয়েছে, তাঁরাও মানুষ। আমরা সেই পরিবারগুলোর সঙ্গে আছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুরুত্ব-সহকারে বিষয়টি দেখছেন। এদিনের ঘটনার প্রতিবাদ হবেই।

ফের বাংলায় রেশন পরিষেবা স্বাভাবিক হতে চলেছে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার থেকে ফের বাংলায় রেশন পরিষেবা স্বাভাবিক হতে চলেছে। নতুন বছরের দ্বিতীয় দিন থেকেই দেশজুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য শুরু হয়েছিল রেশন ধর্মঘট। এবার মন্ত্রী রথীন ঘোষের আশ্বাসে অবশেষে রাজ্যে রেশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হল। ডিলারদের কমিশন বাড়ানোর দাবি নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে নবান্নে পাঠাচ্ছেন মন্ত্রী। শুক্রবার মন্ত্রী রথীন ঘোষ জানান, কমিশন বাড়ানোর বিষয়ে রাজ্যের বিশেষ কিছু করার নেই। মূল দাবি কেন্দ্রের কাছে জানানো উচিত। কেন্দ্র কমিশন বাড়ালে তাকে ৫০ শতাংশ ভর্তুকি রাজ্য দেওয়ার কথা ভাববে। তাই রাজ্যের বিরুদ্ধে এভাবে আন্দোলন না করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হোক। পাশাপাশি তিনি এও জানান, ই-ওয়েয়িং স্কেল দিয়ে পরিমাপের যে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তার রেক্টিফিকেশন করার জন্য ফিল্ড রিপোর্ট চাই। সেই রিপোর্ট ডিলারদের থেকে নেবে দপ্তর।

এদিকে, কথায় কথায় ডিলারদের ছোট-খাটো ইস্যু দেখিয়ে সাসপেন্ড এবং শোকজের ফলে তৈরি হচ্ছে ক্ষোভ। তা নিরসনে সাসপেন্ড ও শোকজের অর্ডার সরিয়ে নেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন মন্ত্রী। ইপস মেশিনে স্টক নিয়ে গোলমাল নিরসনেও ডিলারদের থেকে রিপোর্ট নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। এই পরিস্থিতিতেই এদিন খাদ্যমন্ত্রীর অনুরোধে রেশন ধর্মঘটের পথ থেকে সরে এল ডিলাররা। ফলে ফের রেশন বিলি শুরু হবে।

উল্লেখ্য, নতুন বছরের দ্বিতীয় দিন থেকেই দেশজুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য শুরু হয়েছিল রেশন ধর্মঘট। রেশন ধর্মঘটের ডাক দেয় অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ওনার্স ফেডারেশন। ধর্মঘটের ফলে গোটা দেশে ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার রেশন দোকান বন্ধ হয়ে যায়। সমস্যায় পড়েন দেশের অন্তত ৮১ কোটি মানুষ। তবে এদিন অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসুর সঙ্গে মন্ত্রীর বৈঠকে অবশেষে রাজ্যে জট কাটে।

সম্পাদকীয়

প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আজও সমাজের চেতনার উন্মেষ ঘটেনি

পরাধীন ভারতে মানুষের ধ্যান-জ্ঞান ছিল স্বাধীনতা অর্জন। নেতাদের লক্ষ্য ছিল, যে কোনও ত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বাধীন করতে হবে। তাঁদের জীবনযাপনও ছিল অতি সাধারণ, তা দিয়েই তাঁরা সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে ভোটের প্রচারে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ইস্তাহারে নতুন ভারত গঠনের দিশা দেখিয়েছিল। তাদের কথায় ছল-চাতুরির জায়গা ছিল না। কোনও কিছু বিনা পরিশ্রমে পাইয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার ছিল না। একটা আদর্শ ছিল সেই অঙ্গীকারে। মানুষও বুঝেছিল, নিজের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশেরও উন্নয়নের প্রয়োজন। তখন নেতাদের চিন্তা ছিল দেশ গঠনের পাশাপাশি মানুষের অন্ন, বস্ত্র আর বাসস্থানের চাহিদা মেটানো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নের যে রূপরেখা টানা হয়েছিল, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার লক্ষ্যপূরণে অনেক ঘাটতি দেখা দিল। দারিদ্র ও নিরক্ষরতা মোচনের আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না। তদানীন্তন এক প্রধানমন্ত্রী দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে বিশ দফা কর্মসূচি এনেছিলেন, কিন্তু তার ফলও সেই ভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। তারও পরে আর এক প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এক টাকা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করলে, তার চোদ্দো পয়সা উন্নয়নের জন্য ব্যয় হয়। এই ঘাটতিরই সুযোগ নিয়েছে পরবর্তী কালে আবির্ভূত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। তাদের বেশির ভাগই আঞ্চলিক, অথবা রাজ্যভিত্তিক। মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি পাইয়ে দেওয়ার সস্তা রাজনীতি শুরু করল। সর্বাত্মক ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন প্রাধান্য পেল না। এর ফলে নীতি, আদর্শের আর কোনও বালাই রইল না। একমাত্র লক্ষ্য হল, মানুষের ভোটে জিতে ক্ষমতা দখল করে থাকা। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে সাধারণ মানুষের চেতনার উন্মেষও তেমন ভাবে ঘটল না। ফলস্বরূপ, আজকের রাজনৈতিক দলগুলি নীতি, আদর্শ সব বিসর্জন দিয়ে অনুদানের রাজনীতিতে মেতে উঠল। এর ফলে আজ আদর্শ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও যেমন হারিয়ে গেল, তেমনই সাধারণ মানুষের আদর্শও অবশিষ্ট রইল না।

শাশ্বত কথা

পরকালের ফল

ভবিষ্যতে বা পরকালে যদি ভাল ফল চাও,তবে তাহার জন্য এখনই উপযুক্ত কাজ কর। যাহার ইহকাল নাই তাহার পরকালও নাই। পরব্রহ্ম ত একই। কিন্তু বহুরূপে কত লীলাই না করিতেছেন। সুখ তো দুই দিনের — পরিণাম তো অন্ধকার। কর্তব্যকর্ম করিয়া যাও আর সর্বদা মনে মনে 'রাধে রাধে' জপ কর। জ্ঞানের ভূষণ ধ্যান, ধ্যানের ভূষণ ত্যাগ, আর ত্যাগের ভূষণ শান্তি। অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান হইতে ত্যাগ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ধ্যান হইতে যথার্থ ত্যাগ আসে,আর ত্যাগ হইতেই যথার্থ শান্তি লাভ হয়। শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ কর, শ্বাস বৃথা যাইতে দিবে না। সকলে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রিত হইয়া থাক, কপট গুরুর নিকট হইতেদূরে সরিয়া থাক।

— শ্রীশ্রী রামদাস কাঠিয়াবাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

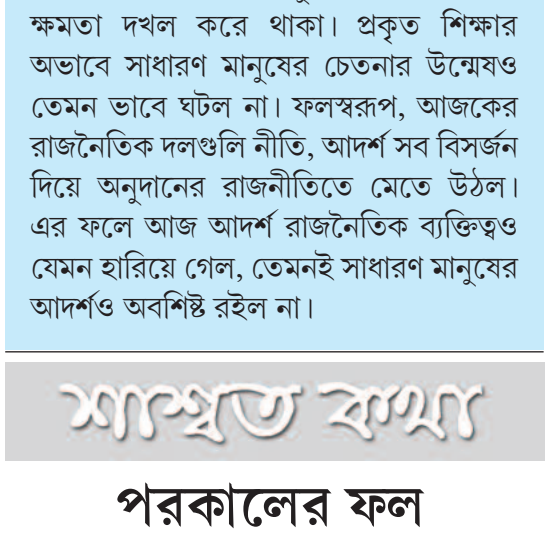

কপিল দেব

১৯৫৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কপিল দেবের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী বিদ্যিয়া গোস্বামীর জন্মদিন।*
১৯৬৬ *বিশিষ্ট সুরকার ও শিল্পী এ আর রহমানের জন্মদিন।*

৬ জানুয়ারিই প্রথম ছাপার অক্ষরে আলোর মুখ দেখে নজরুলের কালজয়ী কবিতা — বিদ্রোহী

সিদ্ধার্থ সিংহ

আজ থেকে ১০৩ বছর আগে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতার মৌলালি অঞ্চলের কাছে ৩/৪ সি, তালতলা লেনের বাড়িতে বসেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম মাত্র বাইশ বছর আট মাস বয়সেই লিখে ফেলেছিলেন এক কালজয়ী কবিতা — বিদ্রোহী।

কবিতাটির প্রথম শ্রোতা ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজাফফর আহমদ। এই কবিতাটি প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, কবিতাটি শুনে আমি কোনও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিনি। তাতে নজরুল মনে মনে আহত হয়েছিল নিশ্চয়। আমার মনে হয়, নজরুল হয়তো শেষ রাত্রে কিংবা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই কবিতাটি লিখেছিল। তা না হলে অত সকালে সে আমায় কবিতা পড়ে শোনাতে পারত না।

তিনি আরও জানিয়েছেন, নজরুল সম্ভবত প্রথমে কবিতাটি পেনসিলে লিখেছিল। নজরুল সাধারণত দোয়াত-কলমে কবিতা লিখত। দোয়াতের কালিতে বার বার কলমের নিব চুবিয়ে সে কবিতা, গল্প, গান লিখত। কিন্তু এই কালজয়ী বিদ্রোহী কবিতাটিও লিখেছিল পেনসিল দিয়ে।

কবিতা লেখার জোশ একেবারে পরিপূর্ণ ধরে রাখার জন্যই নজরুল হয়তো পেনসিল ব্যবহার করেছিলেন। বার বার দোয়াতে কলম চুবিয়ে লিখতে গেলে জোশ হারিয়ে যাবে, কবিতার সুর-তাল কেটে যাবে, খেই হারিয়ে যেতে পারে, সম্ভবত এই আশঙ্কা থেকেই নজরুল পেনসিল দিয়ে কবিতাটি লিখেছিলেন।

মাত্রাবৃত্ত মুক্তক ছন্দে এই কবিতাটি লিখে নজরুল দুনিয়া কাঁপিয়েছেন। কবিতাটি প্রথমে সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায় ছাপা হয় ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি, মানে বাংলার ২২ পৌষ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দে।

যদিও 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশের জন্য কাজী নজরুল ইসলাম প্রথমে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ওই পত্রিকার সম্পাদক আফজালুল হককে দিয়েছিলেন। কিন্তু 'মোসলেম ভারত'-এর সেই সংখ্যাটি বেরোতে নানান কারণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

কবিতাটি প্রকাশ হওয়া মাত্রই এতটাই জনপ্রিয় হয় যে, একই সপ্তাহে প্রকাশককে পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে হয়। দু'বার মিলিয়ে সেই সংখ্যাটি ঊনত্রিশ হাজার কপি ছাপতে হয়েছিল। সে সময়ে এই বিপুল সংখ্যক পত্রিকা লেটার প্রেসে ছাপানো ছিল এক বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং অভাবনীয় কাণ্ড। এর পরে মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) 'বিদ্রোহী'*কবিতাটি আবার ছাপা হয়।

একই বছরে এটি মাসিক 'প্রবাসী' এবং মাসিক 'বসুমতী' এবং পরের বছর (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) মাসিক 'সাধনা'য় আবার ছাপা হয়। 'বিদ্রোহী' কবিতার এই বারবার পুনর্মুদ্রণই প্রমাণ করে দেয়*কবিতাটির তুমুল জনপ্রিয়তা।

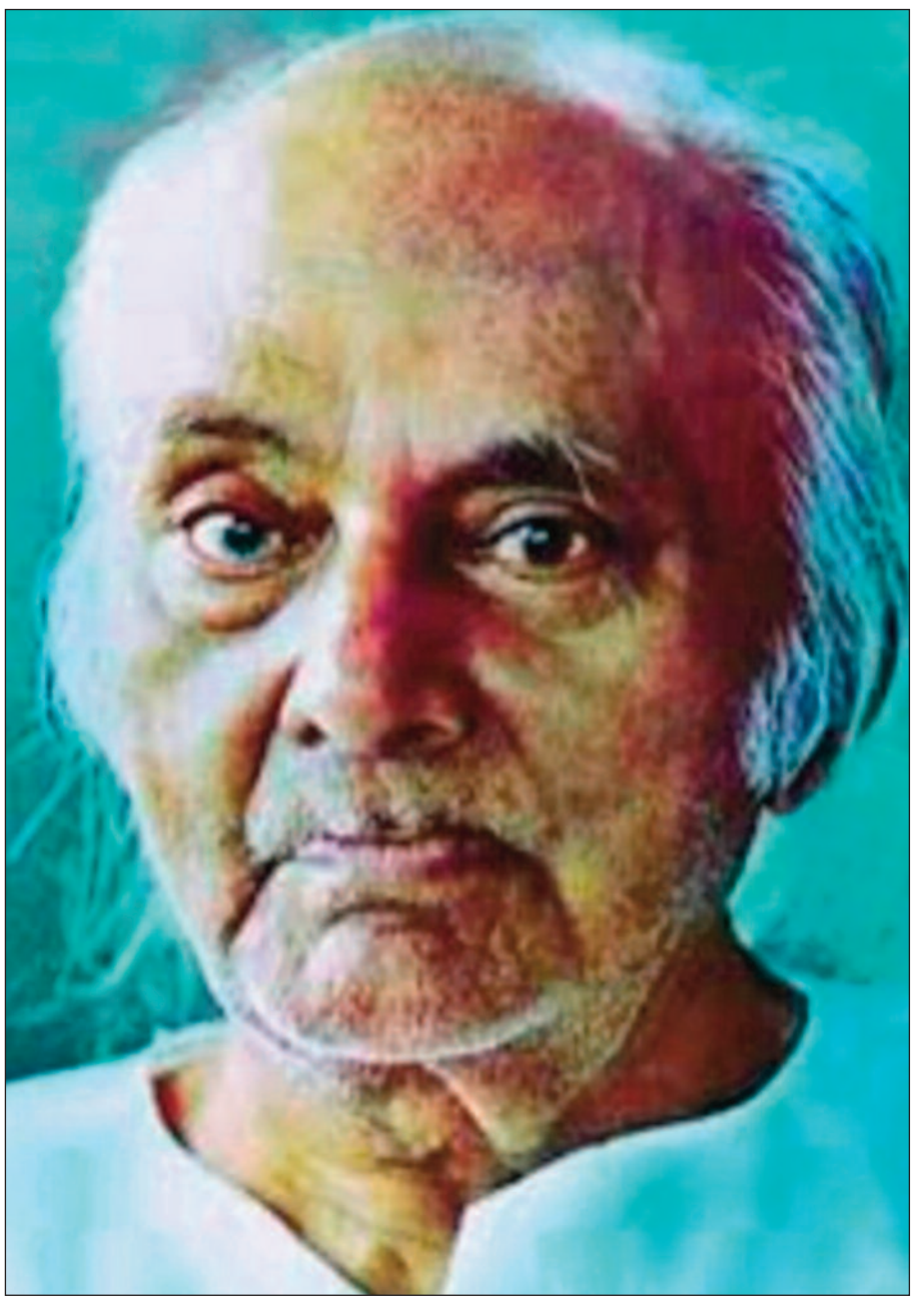

১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'য় এই 'বিদ্রোহী'টি আরও বারোটি*কবিতার সঙ্গে স্থান পায়। 'অগ্নিবীণা' এতটাই সাড়া ফেলেছিল যে, প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল।

'বিদ্রোহী' কবিতা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন অনেকেই। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন — 'অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মনপ্রাণ যা কামনা করছিল এ যেন তাই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই যেন বাণী'।

প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন — 'এ কবিতা যে বাংলাদেশকে মাতিয়ে দেবে তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে'।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন —'একে নতুন কবি? নির্জীব দেশে একার বীর্যবাণী?খ আলস্যে আচ্ছন্ন দেশ আরামের বিছানা ছেড়ে হঠাৎ ঊর্ধ্ব মেরুদণ্ডে দাঁড়াল।'

নজরুল*নিজেও উৎসুক হয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন!*কবিতাটি শুনে রবীন্দ্রনাথ শুধু মুগ্ধই হননি, ভূয়সী প্রশংসাও করেছিলেন।

কিন্তু বিদ্রোহী কবিতাটি ভীষণ ভাবে জ্বালা ধরিয়েছিল নজরুল-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে। তাই ওই চক্রটি নজরুলকে তো বটেই, 'বিদ্রোহী' কবিতাটিকেও কাটাছেঁড়া করেছিলেন।

ওই সময় 'শনিবারের চিঠি' সাপ্তাহিক পত্রিকায় নজরুলকে ব্যঙ্গ করে বেশ কয়েক জনের বিদ্রোহী কবিতার প্যারোডি ছাপা হয়েছিল। সজনীকান্ত দাসের বিদ্রোহী কবিতার প্যারোডি — 'আমি ব্যাঙ / লম্বা আমার ঠ্যাং / আমি ব্যাঙ / আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই / আমি বুক দিয়ে হাঁটি ইঁদুর ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।'

এমনকী, কবি গোলাম মোস্তফাও তাঁর 'নিয়ন্ত্রিত' নামের কবিতায় কালজয়ী বিদ্রোহী কবিতাটিকে আঘাত হানার চেষ্টা করেছেন এ ভাবে--- 'ওগো 'বিদ্রোহী' বীর! / সংযত কর, সংহত কর উন্নত তব শির / তুই যদি ভাই বলিস চেচিয়ে--- উন্নত মম শির, / আমি বিদ্রোহী বীর, / সে যে শুধুই প্রলাপ, শুধুই খেয়াল, নাই নাই / তার কোন গুণ, / শুনি স্তম্ভিত হবে 'নমরুদ' আর 'ফেরাউন'!'

কিন্তু সজনীকান্ত, গোলাম মোস্তফার মতো নজরুল বিরোধীরা বহু চেষ্টা করেও নজরুলের 'বিদ্রোহ' কবিতাটির জনপ্রিয়তা সামান্যতমও খর্ব করতে পারেননি। নজরুলের কাঠ পেনসিলে লেখা কালজয়ী সেই বিদ্রোহী কবিতাটি আজও চির উন্নত মম শির হয়ে আছে।

আজও সেই কবিতাটি লোকের মুখে মুখে ঘোরে। আবৃত্তি করার জন্য বাচিকশিল্পীরা যে গুটিকতক কবিতাকে সবার উপরে রাখেন, তার মধ্যে অন্যতম হল এই*বিদ্রোহী*কবিতা।

সেই কবিতাটিই ছাপার অক্ষরে প্রথম আলোর মুখ দেখে সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায়। ১৯২২ সালের এই ৬ জানুয়ারি।

সত্যি কি স্বামী বিবেকানন্দ গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেলার পক্ষপাতী ছিলেন?

স্বপনকুমার মণ্ডল

ফুটবলের জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। রাজার খেলা ক্রিকেট হলেও খেলার রাজা ফুটবল। সারা পৃথিবী জুড়ে তার বিস্তার, মননবিশ্বেও তার নিবিড় হাতছানি। ফুটবলের গোল জনজীবনের লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। সেখানে বাঙালির সেরা খেলা ফুটবলের জুড়ি মেলা ভার । জাতীয় খেলা না হলেও জাতের খেলায় তার বিপুল জনপ্রিয়তা এখনও সচল, সজীব। সেই খেলার শ্রীবৃদ্ধিতে না হোক, তার মানবৃদ্ধিতে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা প্রবাদপ্রতিম। ছাত্রজীবন থেকেই ফুটবল খেলার আভিজাত্য ও উপকারিতা বোঝানোর জন্য স্বামীজির বাণী যেন মূর্ত হয়ে ওঠে, মূর্তি থেকে প্রতিমা গড়ে তোলে। গীতা'র মতো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠের চেয়েও ফুটবল খেলা বেশি উপকারীর কথায় খেলো ভাবটা নিমেষেই কেটে যায়, তার গুরুত্বে বিস্ময় জেগে ওঠে। আমারও হয়েছিল। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন তা সক্রিয় ছিল মনে। স্বামী বিবেকানন্দের মতো একজন বিশ্বজয়ী ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসীর বাণীতেই ফুটবলের মাহাত্ম্যকীর্তন স্বাভাবিক ভাবেই অবিশ্বাস জাগে না, বরং না-জানার অজ্ঞতায় বিস্ময় সৃষ্টি করে। মালদার গাজোল ব্লকের বাদনাগরা হাই স্কুলের দিগন্তবিস্তারী খেলার মাঠে কথাটি শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম যেমন, তেমনই কেন স্বামীজি সেকথা বলেছেন,তা নিয়ে কৌতূহলী কম হইনি। ভেবেছি অনেকবার। স্বামীজির যেসব কথা স্বকীয় বিশেষত্বে বাণী হয়ে উঠেছে ও জনপ্রিয়তা পেয়েছে তার মধ্যে ফুটবল খেলার গুরুত্ব নিয়ে বিশেষ ভাবে সচল ও ব্যতিক্রমী। আবার এই ব্যতিক্রমীতার মধ্যেই বিতর্কের বীজ ছিল যা সময়ের আনুকূল্যে মহীরূহ হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় রাজনীতির আধারে গীতা পাঠের উপযোগিতার বিরোধিতায় স্বামীজির ফুটবল খেলার উপকারিতার শ্রেয়বোধে স্বাভাবিক ভাবেই বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। হীরে দিয়ে হীরে কাটার মতো স্বামীজির বাণীই সেখানে হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে বাণীটির বিপুল জনপ্রিয়তাই বিতর্কের আসরকে সরগরম করে তোলে। শুধু তাই নয়, বিতর্কের লক্ষ্য স্থির থাকেনি, উপলক্ষ্যও লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। বিতর্কের জেরে ফুটবল খেলা অন্যদিকে মোড় নেয়। স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়েও সেই আসরে পক্ষপাতিত্ব সরব হয়ে ওঠে। অথচ গীতা পাঠের সঙ্গে ফুটবল খেলায় বিতর্ক নয়, সতর্কতা জরুরি। এজন্য প্রথমেই স্বামীজির বক্তব্যকে স্পষ্ট করা আবশ্যক।

ব্যতিক্রমী কথার প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকেলে। আর তা যদি অস্বাভাবিক বৈপরীত্যে ব্যতিক্রমী হয়,তাহলে তো কথাই নাই, চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করে, দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে তার বার্তা । ঔষধি গাছন্তের মতো তার আকর্ষণ হাতছানি দেয়, মূল ছিঁড়ে করায়ত্ত করার প্রতি তার ঝোঁক চেপে বসে। তাতে গাছের প্রাণ না বাঁচলেও তা দিয়ে মান বাড়ানোর সদিচ্ছা জেগে ওঠে। স্বামী বিবেকানন্দর যেসব নতুন কথা জনমানসকে সেভাবে উদ্দীপ্ত করে তার মধ্যে গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেলা বেশি ভালো নানাভাবে ব্যতিক্রমী। খেলাধুলার ক্ষেত্রে তো বটেই, ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধেও তা সমান সচল । সেক্ষেত্রে তা নিয়ে ধর্মনিরপক্ষে

রাজনীতি থেকে রাজনৈতিক বিরোধিতা সবেতেই স্বাভাবিকতা লাভ করে। অথচ বিষয়টি নিয়ে যে বিভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে, তা তার মধ্যেই অদৃশ্য থেকে যায়। মাছের পেটির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে স্বাভাবিক ভাবেই তার লেজামুড়োর প্রতি অন্তর্দৃষ্টি আড়ালে চলে যায়। স্বামীজির বাণীটির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে । জনমানসে প্রচারিত কথাটি মিথ্যে নয়। স্বামীজি তাঁর মাদ্রাজে প্রদত্ত তৃতীয় বক্তৃতায় ('ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' শিরোনামে প্রকাশিত, 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা', তৃতীয় খণ্ড, ২২তম পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১৭, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০৩) স্পষ্টই বলেছেন, 'গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে।' তাতে আপাতভাবে মনে হবে স্বামীজি ফুটবল খেলার পক্ষে বা গীতাপাঠের বিপক্ষে ছিলেন। অথচ তা একেবারেই নয়। দেশ থেকে গরিবি হঠাও বললে যেমন গরিবকে দেশছাড়া করা বোঝায় না, দারিদ্রদূরীকরণের লক্ষ্যের কথা বলে, তেমনই স্বামীজি গীতাকে আত্মস্থ করার জন্যই ফুটবলের প্রসঙ্গ এনেছেন। কথাটির অব্যবহিত পূর্বেই স্বামীজি তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে বলেছেন 'দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না; আমাদিগকে সবলমস্তিষ্ক হইতে হইবে — আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও — তোমাদের নিকট ইহাই বক্তব্য।' তার অব্যবহিত পরেই গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেলা বেশি ভালো বিতর্কিত কথাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। অথচ তা যে তাঁর অভীষ্ট ছিল না, তাও স্বামীজি তার অব্যবহিত পরের বক্তব্যের অংশ সুস্পষ্ট করেছেন। এছাড়া কথাটি যে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে, সে বিষয়েও তাঁর আত্মসচেতনতা সেখানে বেরিয়ে এসেছে। এজন্য কৈফিয়তের জবাব দেওয়ার মতো করেই শুধু বলা হয়নি , তাতে তাঁর অভিপ্রেত লক্ষ্যও বেরিয়ে আসে। স্বামীজির কথায় 'আমাকে অতি সাহসপূর্বক এই কথাগুলি বলিতে হইতেছে; কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি, সমস্যা কি — কাঁটা কোথায় বিঁধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরও ভাল বুঝিবে।' গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেলার গুরুত্বে যে ভুল বোঝাবুঝির প্রবল সম্ভাবনা বর্তমান, স্বামীজির 'সাহসপূর্বক এই কথাগুলি' বলার মধ্যেই প্রতীয়মান। শুধু তাই নয়, তাঁর লক্ষ্য যে ফুটবল খেলার শ্রীবৃদ্ধিতে নেই, গীতাকে আত্মস্থ করায় সক্রিয় ছিল, তাও স্পষ্ট। অথচ দৃষ্টির আচ্ছন্নতায় অন্তর্দৃষ্টির অভাববোধে তা নিয়ে অসুস্থ বিতর্কের আমদানিতে রাজনৈতিক পরিসরে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়েও টানাটানি, বিভ্রান্তিকর পক্ষপাতিত্ব তিক্ত অভিজ্ঞতা জন্ম দিয়ে চলে!

আসলে মানুষ তার সুবিধা মতো কোনো কথাকে গ্রহণ করে, বরণ করে নেয়, স্মরণীয় মনে করে। সুযোগ বুঝে তার ব্যবহারও করে। জনপ্রিয় কথাতেও তার প্রকট পরিচয় মেলে। আমজনতার মধ্যে ইচ্ছে মতো সম্পাদনা হতে হতে তার অস্তিত্ব বটগাছের ঝটের মতো আসল শেকড়টিই তার চেনা দায় হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে উদাহরণের সহজতায় ব্যাখ্যা অন্তর্হিত হয়, আবার ব্যাখ্যার বিস্তৃতির চেয়ে উদাহরণই মনে ধরে। অথচ তাতে যে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে,তা ভেবে দেখার সদিচ্ছা জাগে না। উল্টে সেই সেই জনপ্রিয় কথাটি গ্রহণযোগ্যতায় প্রবাদপ্রতিম বিশ্বস্ততা লাভ করে। স্বামীজির বাণীটির তাই ঘটেছে। উদাহরণটিই বাণীতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ফুটবল খেলার মাধ্যমে স্বর্গের কাছাকাছি যাওয়ার মধ্যেই যে তাঁর বক্তব্যের ফাঁক রয়েছে, তাও আমরা খেয়াল করি না। খেলায় জিতে স্বর্গীয় আনন্দ কেউ পেতেই পারেন, কিন্তু তার অস্তিত্ব বাস্তবে স্বীকার করা মানেই হারলে মনে নরক জেগে ওঠে। সেদিক থেকে স্বর্গ-নরকের ধারণা আধ্যাত্মিক চেতনাপ্রসূত যা গীতাপাঠের সঙ্গে নিবিড় ভাবে বিজড়িত। অথচ বাণীটির মাধ্যমে গীতাপাঠকেই উপেক্ষা করে ফুটবল খেলাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে সাধারণের কাছে যেখানে খেলা বিনোদনে খেলো হয়ে ওঠে, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের কথায় মহার্ঘ আভিজাত্য লাভ করায় স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মীয় পরিসরের বাইরে তার গ্রহণযোগ্যতা জনপ্রিয়তায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাতে সেই বাণীতে যে খেলাধুলার উন্নতি বা তার চেতনা বিস্তার হয়নি, তার মাঠের অভাবে তা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। উল্টে তা যে সময়ান্তরে গীতাপাঠের বিরোধিতায় ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে উঠতে পারে, বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক পরিসরে তাও প্রতীয়মান। অথচ স্বামীজির বাণীর লক্ষ্যে ফুটবল নয়, ছিল গীতাই। আসলে পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী যুবকদের পথপ্রদর্শক হিসেবে স্বামীজির ভূমিকা কত বাস্তবসম্মত ও আদর্শনিষ্ঠ ছিল, তা তাঁর বক্তব্যেই স্পষ্ট। তিনি শারীরিক ভাবে দুর্বল হলে মানসিক ভাবে সবল না হওয়ার কথা নানাভাবে বলার চেষ্টা করেছেন। এজন্য শরীর গঠনের দিকে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হয় এবং সেকথা নানাভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক করে তোলেন। অথচ তাঁর কথাটি নতুন বা অভিনব নয়। মুণ্ডক উপনিষদের বহুচর্চিত 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য' তথা বলহীনে আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে বিবেকানন্দ নতুন কথা না বললেও নতুন ভাবে বলেছেন। সহজ উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে তুলে ধরতে গিয়ে স্বামীজি ফুটবল খেলার সোপানে গীতাপাঠ পৌঁছাতে চেয়েছেন। অথচ তাতে গীতাপাঠকেই খেলো করে ফুটবল খেলার আভিজাত্য লাভ করার অস্থির বিতর্ক আজ রাজনৈতিক পরিসরে বিভ্রান্তির অবকাশ তৈরি হয়েছে, ভাবা যায়! আংশিক সত্য মিথ্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, সত্যকেই শুষে নিয়ে বিপথে চালিত করে জনমতকেই বিভ্রান্ত করে দেয় । অবশ্য সত্যের তাতে পরাজয় ঘটে না। সূর্যের মতোই তার প্রকাশ আকাশ হয়ে ওঠে। সময়ান্তরে মেঘ কেটে যায়, সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে। সেই মুণ্ডক উপনিষদেই বলা হয়েছে 'সত্যমেব জয়তে'। সেই সত্য যে চির ভাস্বর, অনির্বাণ তার দীপশিখা। সেই সত্যের প্রকাশে কলকাতার প্রতিবাদ দিঘায় সমর্থন লাভ করে, ভাবা যায়!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

লোকসভায় বিজেপি প্রার্থীকে কড়াইয়ে সেদ্ধর হুঁশিয়ারি তৃণমূল যুব সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে আগামী নির্বাচনে বাঁকুড়া লোকসভার বিজেপি প্রার্থীকে ধানসেদ্ধ করার কড়াইয়ে সেদ্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার যুব সভাপতি রাজীব দে। কেঞ্জাকুড়ায় দলের এক কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এই বিতর্কিত মন্তব্য করেন রাজীব দে।

লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই তৃণমূল নেতাদের মুখে বেলাগাম মন্তব্য শোনা যাচ্ছে বলে দাবি বিরোধীদের। এবার তৃণমূলের যুব সভাপতির মুখে শোনা গেল বিতর্কিত মন্তব্য। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের কেঞ্জাকুড়ায় দলীয় একটি কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে যুব তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি রাজীব দে বলেন, '২০১৪ সাল থেকে বিজেপির নেতৃত্বে কেন্দ্র যে ভাবে আমাদের ধানসেদ্ধ কড়াইয়ে সেদ্ধ করছে, তাতে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের যিনি প্রার্থী হবেন, তাঁকে আমরা ধানসেদ্ধ কড়াইয়ে সেদ্ধ করে সর্বনাশ করে দেব।'

তৃণমূল যুব নেতার এই মন্তব্য সামনে আসতেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। পরে তিনি দাবি করেন, একশো দিনের কাজ থেকে শুরু করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সব বিষয়েই যে ভাবে কেন্দ্র সরকার এ রাজ্যের মানুষকে সেদ্ধ করে চলেছে, তাতে আগামী দিনে মানুষই তাঁদের রাজনৈতিক ভাবে সেদ্ধ করে দেবে। সে কথাই তিনি ওই কর্মসূচিতে বলেছেন। তৃণমূল যুব সভাপতির এই বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে বিজেপি।

বিজেপির দাবি, সময় যত যাচ্ছে, ততই নিজেদের পায়ের তলার মাটি হারাচ্ছে তৃণমূল। আর সেই রাজনৈতিক জমি হারিয়েই এখন তৃণমূল নেতারা আবোলতাবোল বকছেন। তৃণমূল নেতার উত্তেজক এই মন্তব্যের পর ওই এলাকায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে, তার দায় থাকবে ওই নেতার।

তৃণমূল ও সিপিএম ছেড়ে লকেটের উপস্থিতিতে ১০০ পরিবারের বিজেপিতে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লোকসভা নির্বাচনের মুখে ফের ভাঙন তৃণমূল ও সিপিএম। দু'টি দল ছেড়ে প্রায় একশোটি পরিবার যোগ দিল বিজেপিতে। বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের গোবিন্দধাম এলাকায় দলীয় একটি কর্মসূচিতে দলের নবাগতদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার বিকেলে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের গোবিন্দধামে একটি দলীয় কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। এই কর্মসূচিতেই তৃণমূল পরিচালিত বিষ্ণুপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ-সভাপতি শ্যামল পাল ও সিপিএমের প্রাক্তন লোকাল কমিটির সদস্য দয়াময় সিংহর নেতৃত্বে গোবিন্দধাম এলাকার প্রায় একশোটি পরিবার বিজেপিতে যোগ দেন।

এদিন তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া বিষ্ণুপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ-সভাপতির দাবি, তৃণমূলের কোনও নৈতিকতা নেই। কয়লা আর বালি চোরে তৃণমূল ভরে গিয়েছে। সেই চোরেদের দলে না থেকে জাতীয়তাবাদী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজেপিতে যোগদান করছেন। তৃণমূলের পালটা দাবি, বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের নীতিগত লড়াই রয়েছে। দলের অন্দরে কারও ক্ষোভ থাকলে তা দলেই জানানো যেত। তা না করে কেউ বিজেপিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলে, তা আসলে নৈতিক বিচ্যুতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

অন্যদিকে সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া লোকাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য দয়াময় সিংহর দাবি, যে ভাবে প্রধানমন্ত্রী ও অমিত শাহর নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলেছে, তাতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বিজেপিতে যোগদান করছেন।

বেপরোয়া ট্রাক্টরের ধাক্কায় গুরুতর জখম ৬ স্কুল পড়ুয়া, রাজ্য সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেপরোয়া ট্রাক্টরের ধাক্কায় গুরুতর জখম হল ৬ স্কুলছাত্রী। আর এই ঘটনার পর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে চলে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় গ্রামবাসীরা। এমনকী ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পৌঁছলে, তাদের সামনেই চলে বিক্ষোভ-অবরোধ। শুক্রবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া থানার হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকাগামী রাজ্য সড়কের বাজিতপুর এলাকায়। এই পথ দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন একজন চা বিক্রেতা। সকলকেই চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। এদিকে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে মোহিনী মোহন বিদ্যাপীঠের ৬ ছাত্রী ও স্কুলছাত্রী রতুয়া ভালুকা রাজ্য সড়ক দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। প্রত্যেকের বাড়ি বাজিতপুর কলোনি এলাকায়। রতুয়া থেকে ভালুকাগামী একটি ইট ভাটার ট্রাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের ধাক্কা মেরে সোজা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। তাতেই ৬ জন ছাত্রী-সহ আহত হয়েছেন চায়ের দোকানদারও। স্থানীয়রা আহতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় ভালুকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। চায়ের দোকানদারের প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হলেও ৬ জন ছাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের মালদা মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনার পর ঘাতক গাড়ি সহ চালককে আটক করে রাখে স্থানীয় বাসিন্দারা। চালককে চলে গণধোলাই। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা রতুয়া-ভালুকা রাজ্য সরকার অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রতুয়া থানা এবং ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ। প্রায় দু'ঘণ্টা অবরোধ চলার পর পুলিশি হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায়। রতুয়া থানার পুলিশ চালককে আটক করে নিয়ে যায় থানায়। তবে ঘাতক ট্রাক্টর আটক করে রাখে স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের দাবি ইট ভাটার মালিক যতক্ষণ পর্যন্ত ঘটনাস্থলে আসছেন না তারা ঘাতক ট্রাক্টর ছাড়বে না।

অফিস স্থানান্তর

আশা ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া মাইক্রোফাইনান্স লিমিটেড-এর বারাসাত শাখা অফিস স্থান পরিবর্তন/মার্জ-এর পরিবর্তিত ঠিকানা নিম্নে উল্লেখ করা হলো -

বর্তমান ঠিকানা	পরিবর্তিত ঠিকানা
গ্রাম: আমবাগান লটারী কালীবাড়ি পো: নবপল্লী থানা: বারাসাত জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা পিন: ৭০০১২৪	গ্রাম: শ্রীনগর ১নং. গেট সত্যজিৎ রায় লেন পো: মধ্যমগ্রাম থানা: মধ্যমগ্রাম জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা পিন: ৭০০১২৯

উক্ত স্থান পরিবর্তন **০১/০২/২০২৪ ইং তারিখ** হতে কার্য্যকারী হবে।

ভাড়ায় টেক্সটাইল ইউনিট পরিচালনার জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান
ওয়ারিট গ্লোবাল লিমিটেড-মহামান্য এনসিএলটি নির্দেশ তারিখ ০৮.০৪.২০২২ এবং এনসিএলটি নির্দেশ তারিখ ০৪.১০.২০২৩ দ্বারা সিআইআরপি অধীন

ফ্যাক্টরির অবস্থান ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া গ্রাম -ভিলগাঁও, তহশিল - কাসরাওয়ার, জেলা-খারগাঁও-৪৫১২২৮ (এম পি)। কোম্পানি চালু অবস্থায় রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরণের সুতি এবং সিন্থেটিক তন্তু তৈরিতে কাজ করছে উৎপাদন ক্ষমতা ফ্যাক্টরির ৬০০ এমটি প্রতি মাসে আনুমানিক ৩৫০০০ স্পিনডেলস সহ। কোম্পানির প্ল্যান্টে মোট কর্মী সংখ্যা : ২৫২ জনের নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত পিএফ পেমেন্ট প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৭৬ জন অস্থায়ী কর্মী।
বিনিয়োগকারী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে কোনও আগ্রহী ব্যক্তি কোম্পানির বর্তমান পরিকাঠামো অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মী সহ পরিচালনা করতে আগ্রহী তারা প্রস্তাব দাখিল করতে পারেন, তাদের প্রস্তাব এবং বাণিজ্যিক শর্তাদি সহ, ২১/০১/২০২৪ তারিখ সন্ধে ০৬ টা পর্যন্ত ইমেল মাধ্যমে আইডি **cirp.wearit@gmail.com** এবং নথিতথ্যের আকারে সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৩ ঠিকানায়।

রচনা ঝুনঝুনওয়ালার পক্ষে
প্রস্তাব পেশাদার
ওয়েরিট গ্লোবাল লিমিটেড
সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯, ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা-৭০০০১৩।
রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P00389/2017-18/10707
এএফএ বৈধ: ০৭.১২.২০২৪ পর্যন্ত
ফোন : ০৩৩-২২৩৬৬৬৮০
তারিখ : ০৬.০১.২০২৪ রেজি. ইমেল : egress.rac@gmail.com

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/8/2022 20/12/2023
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)
বনাম
মোস্তাফা শেখ
(সিডি ১) মোস্তাফা শেখ, পিতা সালাম শেখ, স্বত্বাধিকারী মেসার্স এস পি টেক্সটাইলস, ব্যবসার স্থান-গ্রাম- মঙ্গলজান, পো -ঘোড়শালা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৯
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/657/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **৫১২৯৭৭০.৩২ টাকা (একান্ন লাখ উনত্রিশ হাজার সাতশ সত্তর টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক ০৯.০৩.২০১৭ থেকে সমুদয় শুল্ক **৫৪০০০ (চুয়ান্ন হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ১০.০১.২০২৪ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্ত আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ:
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য।
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ২০.১২.২০২৩
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি-১

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/79/2023 14/12/2023
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স)
বনাম
মেসার্স বেনারসি মিউজিয়াম এবং অন্যান্য
(সিডি ১) মেসার্স বেনারসি মিউজিয়াম এবং অন্যান্য
৪২, নেতাজি রোড, পো. খাগরা, থানা - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০৩
(সিডি ২) শ্রী হেমশংকর ঘোষ
পিতা প্রয়াত সনাতন ঘোষ ৪২, নেতাজি রোড, পো. খাগরা, থানা - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০৩
(সিডি ৩) শ্রীমতি সবিতা রানি ঘোষ
স্বামী প্রয়াত সনাতন ঘোষ ৪২, নেতাজি রোড, পো. খাগরা, থানা - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০৩
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/1090/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **১৭৪৫১৩৭.০০ টাকা (সতের লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশ সাঁয়ত্রিশ টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ **১৬.৭৫** শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **২৫.০৭.২০১২** থেকে সমুদয় শুল্ক **২০০০০ (কুড়ি হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ১১.০১.২০২৪ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্ত আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ:
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য।
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ১৪.১২.২০২৩
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি-১

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৫(১)(এ)]/১৬(৩)
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
কেস নং : ওএ/৩৯/২০২৩
উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিউর) রুলসের রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) অধীনে সমন
এক্স. নং : ৬৩১
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
বনাম
এনামুল শেখ স্বত্বাধিকারী মেসার্স খুদু হার্ডওয়ার স্টোরস
প্রতি
(১) এনামুল শেখ, স্বত্বা :
মেসার্স ক্ষুদু হার্ডওয়ার স্টের্স, পিতা রহিম শেখ, ব্যবসায়িক স্থান ২৯, কে পি চট্টরাজ রোড, গোরাবাজার, পোস্ট অফিস এবং থানা - বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১।
সমন
যেহেতু, ওএ/৩৯/২০২৩, **৩১/০৮/২০২৩** তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার-এর নিকট তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।
যেহেতু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিস জারি করছেন, (ওএ) আপনাদের বিরুদ্ধে **২২২৮১৩০.৬০ টাকা** (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে) ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা হয়েছে।
আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-
(ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য কেন আবেদন মঞ্জুর করা হবে না;
(খ) মূল আবেদনের ক্রম ৩এ-তে উল্লিখিত নির্ধারিত সম্পত্তি সমূহ এবং সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তিসমূহ বা সম্পদের বিস্তারিত জানান।
(গ) আপনাদের সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহ যা ক্রম নং ৩এ তে উল্লিখিত মূল দরখাস্তে, শুনানি স্থগিত আছে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির বিষয়টি আবেদন সংযুক্ত হিসেবে স্থগিত আছে,
(ঘ) আপনারা কোনওভাবেই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যভাবে সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত সংশ্লিষ্ট সম্পদ যা জামিনদত্ত এবং/বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্রম ৩এ তে উল্লিখিত মূল ট্রাইব্যুনালের নিকট পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকবেন।
(ঙ) আপনারা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বিক্রয় মাধ্যমে যেমন জামিনদত্ত সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি সমূহ সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত এবং আমানত যেমন বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট আদায়ের ক্ষেত্রে হিসেব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাঙ্কের সহিত অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জামিনদত্ত সম্পদের বিষয়ে।
আবেদনকারীকে দেওয়া একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং **১৫.০১.২০২৪** তারিখে **সকাল ১০টায় রেজিস্ট্রারের** কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ : ১৪.১২.২০২৩।
ট্রাইবুনালের আদেশক্রমে
স্বা/-
অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল
শিলিগুড়ি

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৫(১)(এ)]/১৬(৩)
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
কেস নং : ওএ/৯/২০১৮
উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিউর) রুলসের রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) অধীনে সমন
এক্স. নং : ৬৪৮
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পূর্বতন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)
বনাম
হানুফা বিবি এবং অন্যান্য
প্রতি
(১) হানুফা বিবি
হানুফা বিবি, স্বামী ফকির মহম্মদ মন্ডল, গ্রাম-কদমসরিফ, পো- রোশনবাগ, থানা-মুর্শিদাবাদ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৪
(২) ফকির মহম্মদ মন্ডল
পিতা প্রয়াত অনুকূল মন্ডল, গ্রাম-কদমসরিফ, পো- রোশনবাগ, থানা-মুর্শিদাবাদ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৪
(৩) মহ খুরশেদ আলি
পিতা প্রয়াত ইলিবাস শেখ, গ্রাম -ইলাহিগঞ্জ, পো-দোহাপাড়া, থানা- মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২১৪৯
সমন
যেহেতু, ওএ/৯/২০১৮, **২৯/০৩/২০২৩** তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার-এর নিকট তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।
যেহেতু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিস জারি করছেন, (ওএ) আপনাদের বিরুদ্ধে **২৪৭৫৮৬২ টাকা** (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে) ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা হয়েছে।
আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-
(ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য কেন আবেদন মঞ্জুর করা হবে না;
(গ) আপনাদের সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহ যা ক্রম নং ৩এ তে উল্লিখিত মূল দরখাস্তে, শুনানি স্থগিত আছে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির বিষয়টি আবেদন সংযুক্ত হিসেবে স্থগিত আছে,
(ঘ) আপনারা কোনওভাবেই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যভাবে সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত সংশ্লিষ্ট সম্পদ যা জামিনদত্ত এবং/বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্রম ৩এ তে উল্লিখিত মূল ট্রাইব্যুনালের নিকট পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকবেন।
(ঙ) আপনারা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বিক্রয় মাধ্যমে যেমন জামিনদত্ত সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি সমূহ সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত এবং আমানত যেমন বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট আদায়ের ক্ষেত্রে হিসেব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাঙ্কের সহিত অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জামিনদত্ত সম্পদের বিষয়ে।
আবেদনকারীকে দেওয়া একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং **২৩.০১.২০২৪** তারিখে **সকাল ১০.৩০টায় রেজিস্ট্রারের** কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ : ০৩.০১.২০২৪।
ট্রাইবুনালের আদেশক্রমে
স্বা/-
রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল
শিলিগুড়ি

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১ বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪
পরিশিষ্ট F
পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **৩০.১০.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী সৌরভ মুখার্জি** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪,৩৪,৮৩৩.৭৭ টাকা এবং ৩০.১০.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ (সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া) ৯.৪৫ শতাংশ বার্ষিক হারে সুদ সহ (চোদ্দ লাখ চৌত্রিশ হাজার আটশ তেত্রিশ টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৩ জানুয়ারি ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** -এর নিকট বকেয়া **১৪,৩৪,৮৩৩.৭৭ টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৫৪০ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত ৫ম তলে, জি-৪ তলা ভবনে, ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ব্লক -এ, এবং যথাযথ ভাগ অংশ জমির কাজিয়ালপাড়ায় অবস্থিত, মৌজা- রেকজোয়ানি, জেএল নং ১৩, আরএস নং : ৫০, পরগনা - কলিকাতা, তৌজি নং -১০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৫৬, ২৫৮, এবং ২৬০, আরএস খতিয়ান নং ৭৫০, ৭৫১, এবং ৪২১, এলআর খতিয়ান নং ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, এবং ৩৭৩, এবং বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৬৬১৭, ৭০১১ এবং ৬৬২৭, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- রাজারহাট, এডিএসআর-রাজারহাট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, অনুযায়ী সম্পত্তি শ্রী সৌরভ মুখার্জির নামে, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং [illegible] চৌহদ্দি: [illegible]
তারিখ : ০৩.০১.২০২৪ স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বাঙ্গুর এভিনিউ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
পরিশিষ্ট - IV (পরিশিষ্ট III)
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
বহরমপুর কৃষ্ণ নাথ রোড ব্রাঞ্চ
৩৫ এবং ৩৬, বহরমপুর কৃষ্ণ নাথ রোড, পিলখানা রোড, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীন]
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৩.১০.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নথিভুক্ত ঠিকানায় উক্ত নোটিশ পাঠানো হয়েছে, হাউস বিল্ডিং লোন (এ/সি নং ৫০২৭২৭৫৫৮২৩, মঞ্জুরির সীমা ১৩.২৫ লাখ টাকা) **বহরমপুর কৃষ্ণ নাথ রোড ব্রাঞ্চ,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৩,৮৫,৩৫৮.০৮ টাকা** (তেরো লাখ পঁচাশি হাজার তিনশ আটান্ন টাকা এবং আট পয়সা) টাকা **১২.১০.২০২৩ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৫ জানুয়ারি ২০২৪** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কএর নিকট বকেয়া **১৩,৮৫,৩৫৮.০৮ টাকা** (তেরো লাখ পঁচাশি হাজার তিনশ আটান্ন টাকা এবং আট পয়সা) টাকা **১২.১০.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট অবস্থিত নং ১০১ দোতলায় (উত্তর- পশ্চিম মুখী) পরিমাণ ৮০১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া জি-৫ তলা " গুনগুন অ্যাপার্টমেন্ট" ভবনে অবস্থিত জেলা- মুর্শিদাবাদ, থানা-বহরমপুর টাউন, মৌজা- গোরাবাজার, জেএল নং ৯০, তৌজি নং ১৬, এসআরও-বহরমপুর অধীন এবং পুরসভা এরিয়া অধীন, খতিয়ান নং সাবেক ১২২৯, আরএস ২৪৬৪, এলআর ১২৬৮৩, এবং ১২৬৮৪, প্লট নং সিএস ২৪১২, আরএস ২৫১১/৩৮১৩, এলআর ৪১৯৪, হোল্ডিং নং ২৭ এবং ২৮, স্বর্ণময়ী রোড, বহরমপুর পুরসভা অধীন। **সম্পত্তি সমীর অ্যান্টনি রোজারিও-র নামে। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুনীল ঘোষ, দক্ষিণে : পরেশ দত্ত, পূর্বে : সমর নাগ, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।
তারিখ : ০৫.০১.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বহরমপুর ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
পরিশিষ্ট - IV (পরিশিষ্ট III)
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
আর. এন. টেগোর কৃষ্ণনগর ব্রাঞ্চ
আর এন টেগোর কৃষ্ণনগর রোড, কৃষ্ণনগর, নদিয়া, প.ব., পিন - ৭১২ ৪২৫
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীন]
যেহেতু,
[illegible]
তারিখ : ০৪.০১.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : আর এন টেগোর কৃষ্ণনগর ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

দ্রষ্টব্য : ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে ০৮.১২.২০২৩ তারিখের আগে ইস্যু করা দখল নোটিশ প্রযুক্তিগত কারণে প্রত্যাহার করা হল

সম্পদ বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
সেফ কার্গো মুভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
[illegible]
স্থান : হাওড়া
তারিখ : ৬ জানুয়ারি, ২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ইমেল : **z184@indianbank.co.in**
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ
পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে'** ভিত্তিতে ২৪.০১.২০২৪ তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স রানা এগ সেন্টার (স্বত্বা : রানি বেগম মন্ডল)** **জামিনদাতা ১ তথা বন্ধকদাতা : শ্রী জাহাঙ্গির মন্ডল,** পিতা প্রয়াত আবদুস সামাদ মন্ডল, **জামিনদাতা ২/ স্বত্বাধিকারী : রানি বেগম মন্ডল,** স্বামী জাহাঙ্গির মন্ডল, **জামিনদাতা ৩ : শ্রী আলাউদ্দিন মন্ডল,** পিতা প্রয়াত আবদুস সামাদ মন্ডল, **সকলের ঠিকানা** : গ্রাম - ছাতিনা কান্দি পীরতলা, পো এবং থানা-কান্দি মুর্শিদাবাদ, পব, পিন - ৭৪২১৩৭ **খ) কান্দি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা-শিবরামাটি, প্লট নং ১০ এবং ১৩, আরএস খতিয়ান নং ৬৬৭, এলআর খতিয়ান নং ৯৩২, ২০৭৯, ৭৪০, হাল খতিয়ান নং ২৭৮৫, জেএল নং ৮৭, এরিয়া : ৩.৮৩৩৩ ডেসিমেল, ১৯/৩৫ কান্দি, মোহনবাগান রোড, পো এবং থানা-কান্দি, ওয়ার্ড নং ১, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৭, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি - বাড়ি, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ৪৬৩/২০০৭ তারিখ ০২.০৮.২০০৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কান্দি, **সম্পত্তি শ্রী জাহাঙ্গির মন্ডল,** পিতা প্রয়াত আবদুস সামাদ মন্ডলের নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জাহাঙ্গির মন্ডলের সম্পত্তি, দক্ষিণে : মন্টু শেখ এর সম্পত্তি, পূর্বে : চাতাই শেখ এবং রৌরান শেখ এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : এজমালি পিসিসি রোড সমন্বিত।	**৬০,৩৫,৪১১.৭৩ টাকা** (ষাট লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার চারশ এগার টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা) টাকা (বিবি + এমওআই = ৪৪,৩৫,৬২২.৭৫ টাকা + ১৫,৯৯,৭৮৮.৯৮ টাকা) **০১.০১.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ২৩.০০ লাখ টাকা (*)** (তেইশ লাখ টাকা) **খ) ২.৩০ লাখ টাকা** (দুই লাখ তিরিশ হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30203859968** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
২	**ক) ঋণগ্রহীতা - বন্ধকদাতা তথা জামিনদাতা : শ্রী রেজাউল্লা শেখ** পিতা প্রয়াত আমির হোসেন, পশ্চিম রেল গেট, নাক্কাতিতলা, পো এবং থানা-সাগরদিঘি, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২২২৬। **জামিনদাতা :** **১. শ্রীমতি নার্গিস বেগম,** স্বামী রেজাউল্লা শেখ, পশ্চিম রেল গেট, নাক্কাতিতলা, পো এবং থানা-সাগরদিঘি, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ,পিন- ৭৪২২২৬। **২. শ্রী হুমায়ুন কবীর,** পিতা আবদুস সাত্তার, সাগরদিঘি ব্লকপাড়া, পো-সাগরদিঘি, থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ,পিন- ৭৪২২২৬। **খ) সাগরদিঘি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ১.১৭ ডেসিমেল তদস্থিত ভবন, **শ্রী রেজাউল্লা শেখ** এর নামে উল্লেখ্য দান দলিল নং : ১-১৬৯৪ তারিখ ২৮.০৩.২০১২, মৌজা - সাগরদিঘি, থানা-সাগরদিঘি, জেএল নং ৮৯, খতিয়ান নং এলআর ১২১৬, দাগ নং এলআর ৫৬৮, জমির শ্রেণি : বাস্তু। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মহ আসাদুল্লা শেখের সম্পত্তি, দক্ষিণে : মহ সফিউল্লা এবং ইশা মহম্মদ এর সম্পত্তি, পূর্বে : রজ্জক মল্লিক এবং পরে গণেশ কেশরীর সম্পত্তি, পশ্চিমে : ২৫ ফুট চওড়া মেটাল রোড সমন্বিত।	**২০,৫৬,৭১২.২৬ টাকা** (কুড়ি লাখ ছাপান্ন হাজার সাতশ বারো টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা) টাকা (বিবি + এমওআই + এমওএক্স = ১১,৬৬,২২৬.৪২ টাকা + ৮,৮৬,৯৪৫.৮৪ টাকা + ৩,৫৪০.০০ টাকা) **০২.০১.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১৩.৫০ লাখ টাকা (*)** (তেরো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) **খ) ১.৩৫ লাখ টাকা** (এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30023955305** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২৪.০১.২০২৪ সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৫.০১.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বহরমপুর ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

দলনেত্রীর জন্মদিনে এমপি স্কলারশিপ চালু কাকলির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: দুস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপ চালু করে নজির গড়লেন বারাসতের চিকিৎসক সাংসদ ড. কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সাংসদের এই স্কলারশিপের খরব পাওয়া মাত্রই কলেজ পড়ুয়া ও শিক্ষকমহল থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

শুক্রবার বারাসত কলেজ থেকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে এই এমপি স্কলারশিপের ঘোষণা করেন সাংসদ। পরে বারাসত সরকারি কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে এসেও সাংসদ এই স্কলারশিপের কথা জানান। পাশাপাশি সাংসদ তহবিলের টাকায় সরকারি কলেজে অডিটোরিয়াম করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন। অডিটোরিয়াম বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতেও বারাসত সরকারি কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা সাংসদকে অভিনন্দন জানান।

টিএমসিপির বারাসত শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি লিঙ্কন মল্লিক জানান, কলেজে দুঃস্থ পড়ুয়াদের মধ্যে যাঁরা ৮০ শতাংশ নম্বর ও ৮০ শতাংশ কলেজে উপস্থিত থাকবেন, তাঁরাই এই এমপি স্কলারশিপ পাবেন। সাংসদ তাঁদের সারা বছরে কলেজের খরচ চালাবেন। সাংসদের এই স্কলারশিপের অর্থে দুঃস্থ মেধাবী কলেজ পড়ুয়ারা বিশেষ উপকৃত হবেন।

সম্প্রতি দেগঙ্গার কর্মিসভায় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন এলাকার মেধাবী ছাত্রছাত্রী সহ সকল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়ার। নেত্রীর সেই নির্দেশকে পাথেয় করে দলনেত্রীর জন্মদিনেই এমপি স্কলারশিপের ঘোষণা করলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, তাঁর সংসদীয় এলাকার ১১টি কলেজ ও ২টি ইউনিভার্সিটির দঃুস্থ মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য তাঁর সাংসদ তহবিলের টাকায় স্কলারশিপ দেওয়া হবে। ওয়েবসাইটে ফর্ম পাওয়া যাবে। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ফর্ম পূরণ করলেই সারা বছরের কলেজের খ রচের টাকা পাওয়া যাবে।

তিনি আরও বলেন, ‘আজ আমাদের মানবদরদি জননেত্রীর জন্মদিন, তাঁর জন্মদিনে দিদির তরফ থেকে পড়ুয়াদের এই স্কলারশিপ ও অডিটোরিয়াম উপহার দিলাম। এর ফলে দুঃস্থ মেধাবী পড়ুয়ারা তাঁদের পড়াশোনা সুষ্ঠু ভাবে চালিয়ে যেতে পারবেন। আগামী দিনে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরিবারের পাশাপাশি রাজ্য তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পড়ুয়াদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্নও পূরণ হবে।’

আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদের পাশে তৈরি হবে বায়োডাইভার্সিটি পার্ক!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার আরামবাগে দ্বারকেশ্বর নদের পাশে তৈরি হবে বায়োডাইভার্সিটি পার্ক। এই উদ্যানে স্থানীয় গাছপালার সঙ্গে লাগানো হবে ভেষজ উদ্ভিদ। পার্কের মধ্যেই পৃথকভাবে তৈরি করা হবে প্রজাপতি পার্ক। আগামীদিনে এই পার্ক পর্যটনের অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রশাসনের উদ্যোগে প্রশংসা শহরবাসীর। পার্কের জন্য ইতিমধ্যেই জমি চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। আরামবাগ পুরসভা সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদের তীরে কয়েক বিঘার জমির ওপর এই পার্ক তৈরি হবে। আরামবাগ শহরকে ইতিমধ্যেই পরিবেশ বান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গাছগাছালি ভর্তি এই পার্ক শহরকে আরও সবুজ করে তুলবে। একইসঙ্গে এই পার্ক হয়ে উঠবে শহরের বাসিন্দাদের সময় কাটানোর অন্যতম ঠিকানা। আরামবাগ শহরে ক্রমাগত জনবসতি বাড়ায় কমছিল সবুজ এলাকা। পরিবেশবিদদের পক্ষ থেকে শহরের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের ধ্বংস হওয়ার সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছিল। বায়োডাইভার্সিটি এই পার্ক হলে শহরে সবুজায়ন বাড়বে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য ফিরবে। এই পার্ক হয়ে

উঠবে আশ্রয় হারানো পশু পাখা ও কীটপতঙ্গের আশ্রয়স্থল। আরামবাগ মহকুমা শাসক সুভাষিনী ই বলেন, উচ্চ প্রশাসনের নির্দেশ মতোই শহর সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদের তীরে বায়োডাইভার্সিটি পার্কটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেচদপ্তর, পুরসভা ও মহকুমা প্রশাসন পার্কটি গড়ে তুলতে একসঙ্গে কাজ করবে। পার্কটির দেখ ভালের দায়িত্বে থাকবে পুরসভা। পার্কের পাশেই থাকবে গাড়ি রাখার পার্কিং জোন। দূরদূরান্ত থেকে পর্যটকরা এখানে ঘুরতে আসতে পারবেন। মহকুমা সেচ দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, শহরের জুবিলি মাঠ ও পুরসভা ভবনের কাছে পার্কটি গড়ে তোলা হবে। পার্ক তৈরির প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। আরামবাগের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধজীবী বলেন, পরিবেশ রক্ষায় এই ধরনের বায়োডাইভার্সিটি পার্ক গড়ে তোলা খুব জরুরি। প্রজাপতি পার্কেরও অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। এই পার্কে ভেষজ উদ্ভিদের সঙ্গে ফলের গাছও লাগানো প্রয়োজন। ফুলে পরাগ সংযোগ থেকে ফল উৎপাদিত হওয়ার স্বাভাবিক চক্র এতে বজায় থাকবে। বর্তমান সময়ে বড় জঙ্গল তৈরি করা সম্ভব না। কিন্তু এই ধরনের পার্ক তৈরি করে নগরায়নের সঙ্গেই প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে। আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারি জানান, আরামবাগ শহরকে ইতিমধ্যেই গ্রিনসিটি হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই পার্ক আগামীদিনে মহকুমার অন্যতম পর্যটন ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। এই পার্ককে কেন্দ্র করে বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে। সবমিলিয়ে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে আরামবাগবাসীর পক্ষে খুবই ভালো হবে মনে করছেন এলাকার মানুষ।

বিদ্যুতের দাবিতে কোলিয়ারি বন্ধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

অবৈধ দখলদারি, অপব্যবহারের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডালের সিদুলি কোলিয়ারি এলাকার বাসিন্দারা এলাকায় বিদ্যুতের দাবিতে কোলিয়ারি বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন। শুক্রবার সকাল আটটা থেকে কোলিয়ারি চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে আসেন এলাকার বহু পুরুষ ও মহিলা। স্থানীয়দের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরেই কোলিয়ারি এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে ইসিএল কর্তৃপক্ষ। সে কারণেই সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয়রা। এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকার কারণে ছেলেমেয়েদের লেখা পড়ারও হচ্ছে সমস্যা বলে জানান এক বিক্ষোভকারী মহিলা।

স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন বাউরির দাবি, গত এক সপ্তাহ ধরে এলাকায় নেই বিদ্যুৎ সংযোগ, তাই অবিলম্বে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করতেই তাঁদের এদিনের এই বিক্ষোভ। বিক্ষোভের জেরে সকাল আটটা থেকে খনির উৎপাদন বন্ধ। অবশেষে ১০টা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলার পর কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন স্থানীয়রা।

অন্যদিকে কোলিয়ারির ম্যানেজার একে চৌধুরীর দাবি, ফিরলি কোলিয়ারি এলাকার যে সব বাসিন্দারা এদিন বিক্ষোভে এসেছিলেন, সেই এলাকায় অধিকাংশ বহিরাগতরা রয়েছেন। সেই এলাকায় মাত্র কয়েকজন কর্মী ছাড়া বাকিরা বহিরাগত, অন্যায় ভাবে দখল করে আছেন। এর পাশাপাশি অবৈধ ভাবে দখলদারি বেপরোয়া ভাবে বিদ্যুতের অপব্যবহার করায় ট্রান্সফরমার মাঝেমধ্যেই হচ্ছে খারাপ। অন্যায় ভাবে বিদ্যুতের অপব্যবহার বন্ধ হলেই এলাকায় ঠিকঠাক ভাবে বিদ্যুতের সংযোগ থাকবে বলে তিনি দাবি করেন।

বাগনানে দুই পুলিশ কর্মীর মৃত্যুতে ফরেনসিক টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: বাগনান থানার দুই পুলিশ কর্মীর মৃত্যুর তদন্তে শুক্রবার ফরেনসিক টিম নমুনা সংগ্রহ করার পাশাপাশি ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

একটি সন্দেহভাজন গাড়িকে উলুবেড়িয়ার নিমদিঘি থেকে আটক করাও হয়। এদিন সাত সকালেই ঘটনাস্থলে চলে এসেছিলেন রাজ্য পুলিশের কর্তারা। ফরেনসিক তদন্ত করা হবে ঠিক করা হয়। শুক্রবার সাড়ে বারোটা নাগাদ ফরেনসিক টিম আসে এবং প্রথমে বাগনান থানায় পৌঁছয় ও পরে সেখান থেকে ঘটনাস্থল ও দুমড়ানো মোচড়ানো গাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহ করে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার ভোরে হাওড়ার বাগনানের বরুন্দায় ১৬ নং জাতীয় সড়কের ওপর পুলিশের পেট্রোলিং গাড়ি ও একটি বড় ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কায় দুই পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম সুজয় দাস (এস আই), পলাশ সামন্ত (হোমগার্ড)। এই ঘটনায় চালক ও আরও দুই পুলিশ কর্মীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতায় ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ পেট্রোলিংয়ের গাড়িটি বাগনানের দিকে ফিরছিল। বরুন্দার কাছে পিছন থেকে একটি বড় ট্রাক সজোরে ধাক্কা মেরে চলে যায়। আশপাশের লোকজন ছুটে এসে পুলিশ কর্মীদের উদ্ধার করে বাগনান হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে সুজয় ও পলাশকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। অন্য তিন জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। গাড়ির পিছনের দিকটি এমন ভাবে দুমড়ে মুচড়ে যায় যে, ঘাতক গাড়ির দ্রুত গতি সহজেই অনুমেয়। ঘটনার পর থেকেই ঘাতক গাড়িটির খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ।

সুকুমার মাহাতোর বিরুদ্ধে জাল জাতিগত শংসাপত্রের অভিযোগে ক্ষোভ আদিবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর বিরুদ্ধে জাল জাতিগত শংসাপত্র প্রদানের অভিযোগ, প্রতিবাদে বিক্ষোভ আদিবাসীদের।

সন্দেশখালি এসটি বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রে সুকুমার মাহাতোর বিরুদ্ধে বেআইনি ভাবে ভূমিজ সাব-কাস্ট ব্যবহারের অভিযোগ, তিনি বিধায়ক পদে কেন, মুখ্যমন্ত্রীর জবাব সহ একাধিক দাবিতে শুক্রবার দুপুর ২টো নাগাদ পূর্ব বর্ধমান জেলার ভারতীয় আদিবাসী ভূমিজ সমাজের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ সভা ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হল। বর্ধমান স্টেশন থেকে তারা মিছিল করে কার্জনগেট চত্বরে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সভা করা হয়।

এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন। মূলত নকল শংসাপত্রধারীদের বিরুদ্ধে, আদিবাসী ভূমিজদের লোগো বিকৃতকারীদের বিরুদ্ধে, বর্ধমান জেলাজুড়ে পদবি ও আদিবাসী ক্ষত্রিয় কর্মীদের হিসাবে জাতিগত সংশোধন দেওয়া হচ্ছে, এর বিরুদ্ধে সরব হন তাঁরা। সন্দেশখালির বিধায়ক, যাঁর জমির দলিলে কুড়মি লেখা আছে, তিনি ১১ বছর ধরে কী ভাবে আদিবাসী কোটায় বিধায়ক পদে থাকেন, এ নিয়ে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে আদিবাসী সংগঠন।

অন্যদিকে, কী ভাবে আদিবাসী এমন একজন বিধানসভায় আদিবাসী সংরক্ষণ সিটে বসে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন তা নিয়েও তারা প্রশ্ন তুলেছে। সেই সঙ্গে তারা জেলাশাসকের মাধ্যমে অবিলম্বে এই সমস্ত বিষয় মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ দাবি করেছে।

বিল না দেওয়ায় রাস্তা অন্ধকারের দাবি, প্রতিবাদে বিক্ষোভে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা ব্লকে যে সমস্ত জায়গায় পথবাতি লাগানো রয়েছে,কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েত তার বিল মেটাচ্ছে না বলে দাবি। যার কারণে সন্ধ্যা হলেই কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। এরই প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেলে কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে প্রতিবাদ জানালেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ও পঞ্চায়েত সদস্যরা। পাশাপাশি এদিন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চয়েতের কাছে ডেপুটেশন জমা দেন তাঁরা।

বিজেপি নেতা তথা কাঁকসা গ্রাম পঞ্চয়েত সদস্য আনন্দ কুমার দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েত বিদ্যুতের বকেয়া বিল জমা দেয়নি। কেন্দ্র সরকার টাকা পাঠালে সেই টাকা থেকে তাঁরা বিদ্যুতের বিল মেটানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু পঞ্চায়েতের টাকা খরচ করছে না। তারই প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। বিদ্যুতের বিল না মেটানোর ফলে সন্ধ্যা হলেই অন্ধকারে ডুবে যায় কাঁকসার বিভিন্ন এলাকা। তাই কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েত যাতে দ্রুত বিদ্যুতের বিল মিটিয়ে আলো জলার ব্যবস্থা করে সেই দাবি তুলেছেন তাঁরা।

অন্যদিকে কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিকের দাবি, বিদ্যুতের বিল মেটানোর জন্য কেন্দ্র আলাদা করে কোনও টাকা পাঠায় না। পঞ্চয়েত নির্দেশ মেনে যে ভাবে বিল দেওয়ার কথা, সে ভাবেই বিদ্যুতের বিল মেটাবে। তবে এই বিষয়ে তারা যদি বিরোধিতা করে, তবে মানুষ অন্ধকারে থাকলে বা সমস্যা হলে সাধারণ মানুষকে তাদের কাছে পাঠানো হবে। কেন এলাকা অন্ধকারে ডুবে আছে, তার জবাব দেবে বিরোধীরা।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা জমিয়ে ফুটবল দল গঠন মহিলাদের

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অর্থ জমিয়ে নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী ফুটবল টুর্নামেন্ট সকার কাপে দল গঠন করল নবদ্বীপের নিউ শিবশঙ্কর ক্লাব। আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জমানো পয়সা দিয়েই মোহনবাগানে খেলে যাওয়া আর্থার কুরেসির মতো খে লোয়াড়কে নিয়ে এসেছে নিউ শিবশংকর ক্লাব। নিউ শিবশংকর ক্লাবের প্রতিটি খেলোয়াড়ের জার্সির পেছনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের লোগো, তার মাঝে লেখা মা-বোনেদের দান।

যেখানে তীর্থনগর নবদ্বীপে সাধারণ মানুষের ঘুম ভাঙে খোল কর্তালের আওয়াজে, সেই চৈতন্য ভূমিতেও মা-বোনেদের ফুটবল উন্মাদনা তাও আবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জমানো অর্থে। এ এক অবাক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল পশ্চিমবাংলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে সকার কাপ টুর্নামেন্ট কমিটির কর্মকর্তা সুজিত সাহা বলেন, ‘নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত নবম বর্ষ সকার কাপে এমন উদ্যোগ এই প্রথম দেখা গেল। আমরাও টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে অসংখ্য অভিনন্দন জানাচ্ছি ক্লাবের সকল মহিলা সমর্থকদের।’

শুক্রবার নবদ্বীপ বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জমানো অর্থে দল গঠন করে শিবশংকর ক্লাব নবদ্বীপ বিএসএফ ক্লাবকে ২-১ গোলে পরাজিত করে। এদিন দুই দলের খেলা দেখতে মাঠে হাজির ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা ও নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহা সহ একাধিক কাউন্সিলররা।

বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়ি সহ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের বাড়িতে ইডির হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়ি সহ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের বাড়িতে ইডির হানা। শুক্রবার সাতসকালে রেশন দুর্নীতির তদন্তে তৎপর হয় ইডি। এদিন ৭ টা নাগাদ জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা শংকর ঘোষের বাড়ি, তাঁর শ্বশুরবাড়ি ও ম্যানেজারের বাড়িতে হাজির হন আধিকারিকরা। এদিন বনগাঁয় মোট ছয়টি জায়গায় চলে ইডির তদন্ত এবং তল্লাশি। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলেছে সব কয়টি বাড়ি। এদিকে এদিন সন্দেশখালিতে আরও এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে ইডির আধিকারিকরা। সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল নেতার অনুগামীরা। মারধর করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী সহ ইডি আধিকারিকদের। তবে শুক্রবার সকালে ৭ টা নাগাদ বনগাঁয় পৌঁছন ইডির আধিকারিকরা। ছয়টি দলে বিভক্ত হয়ে তাঁরা যান বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্যর বাড়ি তাঁর শ্বশুরবাড়ি বিনয় কুমার ঘোষ ও ম্যানেজার অঞ্জন মালাকারের বাড়িতে।পাশাপাশি এদিন শংকর আঢ্যর ভাই একটি আইসক্রিম মিলে যায় ইডি আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে,রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্য। তাঁর শ্বশুর নাম করা একজন ব্যবসায়ী অন্যদিকে শ্যালক অমিত ঘোষ প্রাইমারি শিক্ষক। শোনা যাচ্ছে, সম্প্রতি ইডি তলব করেছিল শংকর আঢ্যকে যদিও তিনি হাজিরা দেননি তবে বেশ কিছু নথিপত্র পাঠিয়েছিলেন তবে সেই নথিতে সন্তুষ্ট নয় ইডি আধিকারিকরা।সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দফা দফায় চলছিল তল্লাশি অভিযান এবং জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব। তবে রাত বাড়লে তদন্তের গতি পরিস্থিতি কোন দিকে যায় সেটাই দেখার শংকর আঢ্যর শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরোলো ইডি আধিকারিকরা ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে জানায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে পাশাপাশি প্রচুর নথি উদ্ধার হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্যর বাড়িতে রয়েছেন ইডি আধিকারিকরা

আসানসোল সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দিদের জন্য গ্রন্থাগার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্যতম উদ্যোগ ‘ফিরে যাওয়া’ প্রকল্পে একটি নতুন গ্রন্থাগার চালু হল। আসানসোলের বিশেষ সংশোধনাগারে এর উদ্বোধন করা হয়। কর্তৃপক্ষের দাবি, জেলে বিচারাধীন বন্দিদের পুনর্বাসন ও শিক্ষার দিক থেকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই উদ্যোগটি সাজা ভোগ করা ব্যক্তিদের শিক্ষাগত এবং উন্নয়নমূলক সুযোগ প্রদানের বৃহত্তর প্রচেষ্টার একটি অংশ হিসেবে কাজে লাগবে। আসানসোল জেলে চালু হওয়া নতুন এই লাইব্রেরিতে ৪০০টিরও বেশি বইয়ের একটি সংগ্রহ রয়েছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সহায়তা, দক্ষতা বিকাশ সহ বিস্তৃত ধারাকে অন্তর্ভুক্ত করা এই উদ্যোগের লক্ষ্য বন্দিদের মধ্যে শেখার সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিগত বৃদ্ধির বিকাশ ঘটানো।

এই লাইব্রেরিতে থাকা বইয়ে শিক্ষার অগ্রগতি, শিক্ষাগত উপকরণ বন্দিদেরকে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বা আগ্রহের নতুন ক্ষেত্রগুলি অন্বেষণে সহায়তা করবে। যা বন্দিদের মানসিক পুনর্বাসনে সহায়তা করবে। বিভিন্ন বৃত্তিমূলক বই রয়েছে। যা মুক্তির পরে দরকারি হতে পারে এমন নতুন দক্ষতা বিকাশে বন্দিদের সহায়তা করবে। যাতে তারা বাইরের বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও তা বোঝার ক্ষেত্রে উন্নতি করবে।

এই প্রসঙ্গে ডিসিপি (সেন্ট্রাল) জানান, ভবিষ্যতে আসানসোল সংশোধনাগারে আরও বই যুক্ত করে লাইব্রেরি প্রসারিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা বন্দিদের পুনর্বাসন এবং সামাজিক পুনর্মিলনের দিকে সংশোধনমূলক পরিষেবাগুলির প্রচেষ্টায় একটি উল্লেখযোগ্য দিক চিহ্নিত করবে। এই উপলক্ষে হওয়া এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের ডিসিপি (সেন্ট্রাল) কুলদীপ সোনেয়াল, এসিপি (সেন্ট্রাল) দেবরাজ দাস, জেল সুপার, আসানসোল দক্ষিণ থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ কৌশিক কুণ্ডু সহ অন্যান্যরা।

সোনার দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: বারাসত টাকি রোডে সোনার দোকানের দেওয়াল ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি। শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ এলাকার ব্যবসায়ীরা প্রথমে দেখেন, সোনার দোকানের পেছনের দেয়াল ভাঙা। খবর দেওয়া হয় দোকানের মালিককে। দোকানের মালিক এসে দেখেন দোকানের সোনা এবং রুপোর গয়না সহ সমস্ত জিনিস খোয়া গিয়েছে। প্রায় তিন লক্ষ থেকে চার লক্ষ টাকার সামগ্রী খোয়া গিয়েছে বলে দাবি। এরপরই খবর দেওয়া হয় বারাসত থানার পুলিশকে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেছে বারাসত থানার পুলিশ।

খণ্ডঘোষের বিদ্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ৫ জানুয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালিত হল পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খ ণ্ডঘোষ ব্লকের সগড়াই সুকান্ত বিদ্যাপীঠে। এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ এবং জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষের উদ্যোগে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন পালনের আয়োজন করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের হাতে কেক বিতরণ করে মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন পালন করা হয়।

এদিনের বিশেষ অনুষ্ঠানে সামিল হন ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। আজকে মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দিলেন জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম এবং জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়। এটাই এদিন ছাত্রছাত্রীদের কাছে বাড়তি পাওনা। একথা জানালেন তিনি। খ ণ্ডঘোষ ব্লকের সগড়াই সুকান্ত বিদ্যাপীঠ সব সময় সরকারের পাশে থাকে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ভীষণ সচেতন থাকেন। তাই তো মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন পালনের জন্য খ ণ্ডঘোষ ব্লকের সগড়াই সুকান্ত বিদ্যাপীঠকে বেছে নিয়েছেন বলে জানালেন খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপার্থিব ইসলাম।

এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করতে পেরে আপ্লুত সগড়াই সুকান্ত বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক সুরোজ কুমার পাল। উপস্থিত সকলেই মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করে দীর্ঘদিন তাঁর রাজ্যের ক্ষমতায় থাকার কামনা করলেন।

ঝাড়গ্রামে ত্রিফলা বাতির অন্তর্জলি যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাজ্য ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা শহরকে লন্ডনের মত সাজিয়ে তুলতে ত্রিফলা আলো লাগানোর ব্যবস্থা করেন। দৃষ্টিনন্দন হওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন পুর এলাকাতেও এই ত্রিফলা লাইট বসানো হয়। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পুর নির্বাচনে ক্ষমতা লাভ করার পর ত্রিফলা লাগানোর কাজ শুরু করে তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড। ঘটা করে লাগানোর পর কিছু ত্রিফলা বাতি জ্বলে উঠলেও বেশিরভাগ খুঁটিতে কোনওদিনই আর বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়নি। যে ত্রিফলাগুলিতে আলো জ্বলেছিল বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা যায় সেগুলির অবস্থাও খুবই খারাপ হতে থাকে এবং বর্তমানে সেগুলি শুধু দাঁড়িয়েই রয়েছে। কোনও আলোই আর জ্বলে না।

ঝাড়গ্রাম পুরসভার পূর্বতন পুর বোর্ড এই ত্রিফলা লাগানোর কাজ শুরু করেছিল। কলকাতা সহ গোটা রাজ্যের ত্রিফলা প্রজেক্ট মুখ থুবড়ে পড়তে যেখানে বছরখানেকের একটু বেশি সময় লেগেছিল সেখানে ঝাড়গ্রাম পুর বোর্ডের এই প্রজেক্টের কয়েক মাসের মধ্যেই অন্তর্জলি যাত্রা হয়ে যায়। ত্রিফলা আলো লাগানোর ক্ষেত্রে বারবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেও তৃণমূল পরিচালিত পূর্বতন বোর্ড মুখে কুলুপ এঁটে থেকেছে। বর্তমান পুর বোর্ডকে রাস্তা, আলো, নিকাশি ব্যবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অর্থ নেই বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়। অথচ ফেস্টিভাল মুড়ে ঝাড়গ্রাম শহরের প্রধান সড়কটি আলোর মালায় সেজে উঠেছে। মোড়ে মোড়ে বসানো হয়েছে সান্তাক্লজ। কিন্তু এই মূল রাস্তা ছেড়ে একটু ভেতরের দিকে ঢুকলেই পুরসভার কঙ্কালসার চেহারাটি বেরিয়ে আসে। জেলা শাসকের তত্ত্বাবধানে শহরের মূল রাস্তাটি সেজে উঠলেও পুরসভার বেশিরভাগ গলি রাস্তাগুলিতেই আলো জ্বলে না। কিছু কিছু এলাকায় মান্ধাতা আমলের টিউবলাইট জ্বলতে দেখা যায়। সেগুলির মধ্যেও আবার একটি পোস্টের আলো যদি জ্বলে তবে পরের দুটি পোস্টের আলো কবে জ্বলে ছিল তা ওয়ার্ডবাসীরা বলতে পারে না।

রণডিহা ড্যামে ঝুঁকিপূর্ণ নৌকো বিহার, অভিযোগ প্রশাসন উদাসীন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সোনামুখীর রণডিহা ড্যামে পর্যটকদের ঝুঁকিপূর্ণ নৌকা বিহার চলার অভিযোগ। তাতে প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগও উঠছে।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের দামোদর নদের ওপর অবস্থিত রণডিহা ড্যামে শীতের মরশুমে হাজার হাজার পর্যটক ভিড় জমিয়ে থাকেন। এই ড্যামের এক প্রান্তে রয়েছে বাঁকুড়া জেলা এবং অপর প্রান্তে রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা। দুই জেলার পর্যটকের পাশাপাশি অন্যান্য জেলা থেকেও পর্যটকরা এই ড্যামে ভিড় জমান। ড্যামে বেড়াতে এসে পর্যটকরা নৌকা

বিহার করবেন না তা কি হয়! আর তাই আনন্দ নিতে বেশিরভাগ পর্যটককে দেখা যায় নৌকা বিহার করতে।

আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। কোনও রকম লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই ছোট ছোট নৌকায় বেশ কয়েকজন করে নৌকা বিহার করছেন। এইরকম পরিস্থিতিতে নৌকাডুবির মতো মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটলে দায় কে নেবে সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

রতন রাজবংশী নামে এক নৌকা চালকের দাবি, নিজেদের সচেতন থেকেই নৌকা চালাতে হচ্ছে। অপরদিকে রবিন রাজবংশী নামে অপর এক নৌকা চালকের দাবি, গত তিন বছর আগে একটি মাত্র লাইফ জ্যাকেট দেওয়া হয়েছে। একটি লাইফ জ্যাকেট নিয়ে কী হবে তাই ওটা রেখে দেওয়া হয়েছে। আর দুর্ঘটনা ঘটলে নিজেদেরকেই দায় নিতে হবে বলে দাবি করেন তিনি ।

বিশ্বজিৎ ঘোষ, জয়ন্ত ঝাঁ নামে পর্যটকরা জানান, প্রত্যেকে নিজেদের দায়িত্বেই নৌকা বিহার করছেন। তবে লাইফ জ্যাকেটের বন্দোবস্ত করা হলে ভালো হয়। এ বিষয়ে সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামির দাবি, এই বিষয় নিয়ে প্রশাসনের সে ভাবে নজর নেই। যদি নজর থাকত, তা হলে এই ড্যাম আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। এ বিষয়ে সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, ‘বিষয়টা আমাদের নজরে এসেছে। ওখানে সব ধরনের সুবন্দোবস্ত কী ভাবে করা যায়, তার চেষ্টা করা হচ্ছে।’

ভারতীয় অর্থনীতিই সবচেয়ে দ্রুত বিকাশশীল হবে

পূর্বাভাস রাষ্ট্রসংঘের

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি: অতিমারির ধাক্কা এবং ইউক্রেন ও পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে বিশ্ব অর্থনীতির সংকটের মধ্যেও অব্যাহত থাকবে ভারতের অগ্রগতি। ২০২৪ সালে বৃদ্ধির হারের নিরিখে ভারতীয় অর্থনীতিই সবচেয়ে দ্রুত বিকাশশীল হবে বলে জানানো হল রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে।

আর্থিক বৃদ্ধির হারে ভারতই পয়লা নম্বরে রয়েছে জানিয়ে 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক সিচুয়েশন অ্যান্ড প্রসপেক্টস-২০২৪' শীর্ষক রাষ্ট্রসংঘের ওই রিপোর্টের পূর্বাভাস, চলতি বছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশে পৌঁছতে পারে। বলা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের বাজারে অভ্যন্তরীণ চাহিদা রয়েছে এবং উৎপাদন ও পরিষেবা খাতে শক্তিশালী বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

২০২৩ সালে রাষ্ট্রসংঘ ভারতে বৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল। কিন্তু জোড়া যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধাক্কা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের (এল নিনোর প্রভাব) কারণে এ বছরের পূর্বাভাসে তা সামান্য কমানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে ৭.৩ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা ছাপিয়ে বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছিল ৮.৮ শতাংশ। এ বারও প্রকৃত ফল পূর্বাভাসের তুলনায় ভাল হবে বলে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক সূত্রের খবর।

রাষ্ট্রসংঘের ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, অতিমারি পরিস্থিতি এবং লকডাউনের ইতি ঘটার পরে চিনে বৃদ্ধির হার প্রত্যাশার চেয়ে কমেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব জুড়ে মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা। তবে ২০২৩ সালে মূল্যবৃদ্ধির হার তার আগের দু'বছরের তুলনায় কিছুটা নিয়ন্ত্রণে বলে ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে। ২০২৪ সালে তা আরও কমে ৩.৯ শতাংশে পৌঁছতে পারে বলে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টের পূর্বাভাস। আর তা সত্য হলে ভারতের বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ অনেকটাই বাড়ার আশা রয়েছে।

শৈত্যপ্রবাহের কবলে উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্য

কুয়াশায় ব্যাহত যান চলাচল

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি: রাজধানী দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে পারদ পতন অব্যাহত। বৃহস্পতিবার দিল্লির তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের থেকে ৭-৮ ডিগ্রি কম। প্রবল শীতের পাশাপাশি, ঘন কুয়াশায় নাজেহাল দিল্লিবাসী। মৌসম ভবন জানিয়েছে, আগামী তিন দিন দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানা-সহ উত্তর ভারতের বেশির ভাগ রাজ্যে ঠান্ডা আরও বাড়তে পারে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের তুলনায় ১২ ডিগ্রি কম। পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তর মধ্যপ্রদেশের অনেক জায়গাতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। যা কিনা স্বাভাবিকের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, ৭ জানুয়ারির পর তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

বৃহস্পতিবার দিল্লির সফদরজং এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পালামে ছিল ১১.৪, গাজিয়াবাদ ১০.৮, রিজ এলাকায় ১২, লোধি রোডে ১২.৬ এবং নয়ডায় ১১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। মৌসম ভবন জানিয়েছে, আগামী ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় ১০ ডিগ্রির নীচে ঘোরাফেরা করবে। এরই সঙ্গে কুয়াশার প্রকোপ বাড়বে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। গত কয়েক দিন ধরেই কুয়াশায় জেরবার উত্তর ভারতে। বাতিল হয়েছে একের পর এক বিমান। দৃশ্যমানতা কম থাকায় গত কয়েক দিনে দিল্লির অনেক বিমান বাতিল করতে হয়েছে। গন্তব্য পরিবর্তন করতে হয়েছে বেশ কয়েকটি বিমানের। ঘন কুয়াশার ফলে বার বার বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে।

বিমানের পাশাপাশি ট্রেন পরিষেবাও ব্যাহত হচ্ছে ঘন কুয়াশার কারণে। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে চলছে বহু ট্রেন। এর ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। এই পরিস্থিতিতে মৌসম ভবনের জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিনেও কুয়াশা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সকালের দিকে রোজই ঘন কুয়াশা থাকবে একাধিক রাজ্যে। সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণ নয়ডার স্কুলগুলি ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তবে গৌতমবুদ্ধ নগর প্রশাসন জানিয়েছে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস চলবে। আগামী ৮ এবং ৯ জানুয়ারি মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, দক্ষিণ হরিয়ানা এবং দক্ষিণ উত্তরপ্রদেশে হালকা বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন।

সোমালি জলদস্যুদের কবলে বাণিজ্যতরী, বন্দি ১৫ ভারতীয়

মোগাদিশু, ৫ জানুয়ারি: সোমালিয়া উপকূলে অপহৃত ১৫ জন ভারতীয় নাবিক। একটি বাণিজ্যিক জাহাজ থেকে অপহরণ করা হয়েছে তাঁদের। ইতিমধ্যেই তাঁদের উদ্ধার করতে রওনা দিয়েছে ভারতীয় নৌসেনার একটি যুদ্ধজাহাজ। আকাশপথে নজরদারি চালাচ্ছে নৌসেনার বিমানও। উল্লেখ্য, দুমাসেরও বেশি সময় ধরে লোহিত সাগরে হামলা চালচ্ছে ইয়েমেনের হাউথি জঙ্গিরা। সেখানে হামলা হয়েছিল ভারতীয় বাণিজ্যতরীতেও। এবার ফের জলপথে আক্রান্ত ভারতের জাহাজকর্মীরা।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে জলদস্যুদের কবলে পড়ে এমভি লীলা নরফোক নামে ওই বাণিজ্যিক জাহাজটি। লাইবেরিয়া থেকে জাহাজটি যাত্রা শুরু করেছিল। তার পরে সোমালিয়ার উপকূলে পৌঁছতেই অপহরণকারীদের কবলে পড়ে বাণিজ্যতরীটি। জাহাজে কর্মরত আছেন ১৫ জন ভারতীয়। আটকে পড়েছেন তাঁরা সকলেই।

বৃহস্পতিবার বিকেলে এই খবর পেয়েই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে ভারতীয় নৌসেনা। সঙ্গে সঙ্গে সোমালিয়ার উদ্দেশে যুদ্ধজাহাজ পাঠানো হয়। ইতিমধ্যেই রওনা দিয়েছে আইএস চেন্নাই। অন্যদিকে, আকাশপথে গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে নৌসেনার বিমান। সেনা সূত্রে খবর, জাহাজে থাকা ভারতীয় কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা গিয়েছে। তবে অপহৃতদের কবে উদ্ধার করা যাবে সেই নিয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য মেলেনি।

গত কয়েক সপ্তাহে একাধিকবার হামলার মুখে পড়েছে ভারতীয় জাহাজগুলো। লোহিত সাগরে হাউথিদের দাপটের জেরে নড়েচড়ে বসেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। আরব সাগরের বিশাল অংশে নজরদারি বাড়ায় ভারতীয় নৌসেনা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে বলা হয়, পণ্যবাহী জাহাজের নিরাপত্তা বজায় রাখা নৌসেনার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। আরব সাগরে নজরদারি বাড়ানোর মাত্র পাঁচদিনের মধ্যেই সোমালিয়ায় বিপর্যয়ের মুখে ভারতীয় জাহাজকর্মীরা।

NOTICE INVITING e-TENDER

1. e-Tender Reference No- P-1/01/12/MDM/BDO/2023-24, Dated- 03/01/2024 Tender ID: 2024_ZPHD_637284_1 to 3 has been floated Construction of 3 (three) nos. of Construction of Dining hall under Purbasthali-I Block Development. Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/- Block Development Officer
Purbasthali-I Development
Srirampur, Purba Bardhaman

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly

NOTICE INVITING TENDER

The EO Kh-II PS, NIeT No.- 01/ Kh-II PS/2023-24, Date: 03.01.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_636617_1 to 4 for Submersible Pump. Last date of closing bids ends on 20.01.2024 up to 11:00 AM. For detail visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
EO
Khanakul-II PS

NIT-15/23-24
Date-05.01.2024

E-Tenders are invited for extension work of Annex Building-II of Plassey College, Nadia. For details visit www.plasseycollege.ac.in

---

TARABERIA GRAM PANCHYAT
NORTH 24 PARGANAS

NIT No.717/TGP/2023-24
Dated: 29/12/2023

NIT has been invited by the **Prodhan, Taraberia GP** under Amdanga Panchyat Samity, 24th Pgs. (N). **Tender ID No. 2023_ZPHD_634051_1**. Last date of bid submission **16/01/2024.** For details follow website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan,
Taraberia GP,
Amdanga, Noth 24 parganas

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 24/EO/2023-24

E-Tenders are invited for 5 nos Civil works. Bid Submission start-**05/01/2024**, Ends- **22/01/2024** For more details please visit www.wbtenders.gov.in or office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
ASANSOL

N.I.E. ET. No. 337/PW/Eng/24 Dt. 04.01.24
N.I.E. ET. No. 339/PW/Eng/24 Dt. 04.01.24
N.I.E. ET. No. 342/PW/Eng/24 Dt. 04.01.24

Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/-
SE,
Asansol Municipal Corporation

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum

N.I.T. No.- (i) WBMAD/ULB/BM/PW/BMS/N.I.T.-18/2023-2024
Memo No. 2726/BM/2023-24 Dated : 02.01.2024

Name of the Work : (1) Construction of cement concrete Drain in front of Urban Health Ward No. 02 (2) CC Drain Ward No. 07 (3) Construction & resection of CC drain Ward No. 16 (4) construction & resection of CC drain ward No. 15 (5) construction RCC Boc Culvert Ward No. 02 (6) extension of height of CC Drain & top cover Ward No. 8. Last Date of Submission 27.01.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : www.bolpurmunicipality.org

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

Arui Gram Panchayat
Barpur, Pasonda, Madhabdihi, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

Tender are invited by Prodhan, Arui Gram Panchayat, for bonafied and resourceful Agency for execution of different development works vide **NIT No.: i) 23/5th SFC/AGP/2023-24, ii) 24/15th CFC/AGP/2023-24 & iii) 25/15th CFC/AGP/2023-24, Date: 05.01.2024.** Date of Dropping of Sealed Tender Form: On or before **20.01.2024.** Date of Opening: **22.01.2024.** For any other information visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Arui Gram Panchayat

---

e-TENDER NOTICE

e-Tender invited by the Prodhan Chakdignagar Gram Panchayat, Kalirhat, Nadia. **NIT No: Chakdignagar- 23/2023-24. Memo No: 05/Chak. Dated: 03/01/2024.** Bid submission closing date: **11/01/2024 up to 2 PM.** Technical Bid open: **15/01/2024 on or after 2 PM.** For more details please visit: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Chakdignagar Gram Panchayat,
Nadia.

Office of the Prodhan
Niallishpara- Goaljan Gram Panchayat
Under Behampore Dev. Block.
Vill, P.O-Tikiapara,
Dist- Murshidabad.

E-N.I.T.-14/15th TIED/ NGGP/ 2023-24 15/15th TIED/ NGGP/ 2023-24
Dated: **05/01/2024** is hereby invited through online by the Prodhan, NGGP, Berhampore, MSD. for Civil works up to **19/01/2024.** Details may be obtained from this office during office hours.

Sd/- Prodhan,
Neallishpara Goaljan G.P

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT,
NORTH 24 PARGANAS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-13 OF 2023-24 (1st Call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for Construction of Masonary Drain 1. Jayanti nath house to Mohan Nath house 2. Swapan Rop house to Sanjib Mallick House 3.Near Biswanath Kundu house in ward No-13 within Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: **04.01.2024 at 9.00 AM.** Closing Date: **19.01.2024 upto 9.00 AM.** For more information, visit: www.wbtenders.gov.in and www.basirhatmunicipality.in

Sd/- Chairperson,
Basirhat Municipality

Date Corrigendum-2

NIT No. SFDC/MD/NIT-25(e)/2023-24 (SI-2) & SFDC/MD/NIT-26(e)/2023-24 (SI-2, SI-3)

Tender Id:- 2023_SFDCL_603943_2, 2023_SFDCL_604557_2 & 2023_SFDCL_604557_3

Schedule of Dates:-
Bid Submission End Date 15/01/2024 at 4.00 p.m.
Date of opening Technical Bid 17/01/2024 at 4.00 p.m.

Note:- Details of information are available in the website https://wbtenders.gov.in

---

NIT No. SFDC/MD/NIT-33(e) /2023-24 (2nd Call)

SFDC Ltd. invites e-tender for the work "Preparation of detailed project report for Construction of fish market cum cold storage (GF) under Nabadwip Municipality at ward no-17". Bid submission end date on **16/01/2024 up to 2.00 p.m.** Technical Bid opening date on **18/01/2024 at 2.00 p.m.** For details please visit our website - www.wbsfdcltd.com or **https://wbtenders.gov.in.**

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum

N.I.T. No.- (i) WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Grant/N.I.T.-17/2023-2024
Memo No. 2725/BM/2023-24 Dated : 02.01.2024

Name of the Work : (1) Construction of CC Drain From Ward No. 05 (02) Construction of RCC Culvert Ward No. 07 (3) CC Drain with culvert in Ward No. 07 (4) Construction of Pukur Ghat Ward No. 20 (5) Construction of CC School Chatal Ward No. 22 (6) Construction of generator shed ward No. 12 (7) repairing of godown room ward No. 12 (18) developing of office room Ward No. 12 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 24.01.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : www.bolpurmunicipality.org

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ২৮৫_২০২৩-২৪, ২৮৬_২০২৩-২৪, ২৮৭_২০২৩-২৪, তারিখ ০৪.০১.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে **সিনি. ডিইএন/২/হাওড়া**-র অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৮৫_২০২৩-২৪। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/বর্ধমানের অধীনে এসএসই/পিওয়ে/বর্ধমান (ডব্লু)-র পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,২৫,৩৯,৫৪৬.৫৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,১২,৭০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৮৬_২০২৩-২৪। কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/২/হাওড়ার অধীনস্থ শাখায় সড়কের উপরিতলের উন্নয়ন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২৮,১৭,৫৭৮.৮০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫৬,৪০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ৩। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৮৭_২০২৩-২৪। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/বর্ধমানের অধীনে ইলেকট্রিক লোকোর রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে ডিজেল শেড/বর্ধমানের আধুনিকীকরণ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২১,৩৮,৮৭৪.১০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪২,৮০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ক্র. নং. ১, ২ ও ৩-এর জন্য প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং. ১, ২ ও ৩-এর জন্য প্রতিক্ষেত্রে ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০১.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-431/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন 9331059060–9831919791

Office of the
KATABARI GRAM PANCHAYAT
P.O. Natial, Murshidabad, West Bengal

Tender Notice

Percentage rate e-Tender invited vide **NIT No. - MSD/KGP/ JALANGI/05/ 2023-24 of 15th. FC. & MSD/KGP/ JALANGI/ 06/2023-24 of 05th S.FC.** by the Prodhan, KATABARI GRAM PANCHAYAT. Date & time of publication of **e-NIT 05/01/2024 at 10:00 a.m.** Last date of submission of bid (online) **19/01/2024 up to 09:00 a.m.** Intending bidders may download tender documents from htpp://wbtenders.gov.in or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.

Sd/- PRODHAN
KATABARI GRAM PANCHAYAT
Katabari, Jalangi, Murshidabad

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/আদ্রা কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য নিম্নে উল্লিখিত বিশদ অনুসারে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ (১) **ইলেক্ট-জি-এডিএ-২০২৩-৩০ তারিখ** ২৯.১২.২০২৩। মধুকুণ্ডা স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম চওড়া করা ও উচ্চতা বৃদ্ধির কাজের জন্য অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে স্টেশন উন্নয়ন কাজের বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১০,৩২,৩৫৭ টাকা। (২) **ইলেক্ট-জি-এডিএ-২০২৩-৩১ তারিখ** ২৯.১২.২০২৩। আদ্রা এবং বোকারোতে ২০ শয্যার মহিলা ব্যারাক, বিষ্ণুপুরে ২০ শয্যা, চন্দ্রকোণা রোডে ও সোনামুখীতে ১০ শয্যা করে নির্মাণের (মোট - ৮০টি) পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১২,১২,২৫৪ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৫.০১.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা এবং টেন্ডার খোলা হবে ২৫.০১.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিশদ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(PR-998)

Mogra-II Gram Panchayat
Bagati Adhikary Para, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution of 07 nos. different development works vide **NIT No.: i) 01/M-II/2024 & ii) 02/M-II/2024, Date: 02.01.2024. Tender ID: i) 2024_ZPHD_636528_1, ii) 2024_ZPHD_636528_4, iii) 2024_ZPHD_636528_3, iv) 2024_ZPHD_636528_2, v) 2024_ZPHD_636929_1, 2024_ZPHD_636929_2 & 2024_ZPHD_636929_3.** Last Date of Bid Submission: **18.01.2024 up to 10:00 AM.** For more details log on https://wbtenders.gov.in & follow undersigned Office Notice Board.

Sd/-
Pradhan,
Mogra-II Gram Panchayat

Madhusudanpur Gram Panchayat
Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas

ABRIDGED NIT

On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist, Invites bids for 1No Renovation toilet in Gp **(Vide NIT No 474/XVFC Tied/NIT/MGP/2023 Dated: 28/12/2023) & 1No** cc Road in Gp area (Vide **NIT No 475/XVFC Untied/NIT/MGP/2023 Dated: 28/12/2 023 & 1 no** U Gp office room renovation and upgradation **(Vide NIT NO 478/XVFC-Untied/NIT/MGP/2023 Dated: 29/12/2023** Scheme wise separate bid is invited. The Estimated Cost. Excluding Gst & L. Cess are **Rs 148105/-, Rs 366167/ & Rs 91192/-** respectively. The last date of submission of online Bid is **15/01/2024 upto 09 A.M.** For details please visit to our GP Office.

Sd/- Pradhan,
Madhusudanpur G.P.

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২, পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail- kumraparagp@gmail.com

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য (15th FC) E-Tender করছে। E-NIT-9/2023-24, E-NIT-10/2023-24, E-NIT-11/2023-24,
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

Notice Inviting Tender

Tender (2nd Call) for supply and installation of tools and equipments to the Janbi Jute products Mfg Cluster & REH Industrial Co-operative Society Ltd

NIT ID–DMPAM/DIC/e-NIT/31/2023-24, DATED: 03.01.2024 Bid submission closing date **20.01.2024 at 17.00 hrs.**

Sd /-
General Manager
District Industries Centre
Paschim Medinipur

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: NGP-13/2023-24 Dated: 04-01-2024.** The last date for online submission of tender is **19-01-2024 (Friday) upto 16.00 Hours.** For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

Bondul-1 Gram Panchayat
Burdwan-1 Panchayat Samity
Bhandardihi :: Purba Bardhaman

NOTICE INVITING E-TENDER

e-NIT No.: 13/BON-1/2023-24, Date: 03/01/2024, under **15th CFC (Untied) Fund** for 4 nos. of Cover Drain works & 1 no. Solar Submersible work is hereby invited by the Prodhan, Bondul-1 GP from bonafied & eligible resourceful agency. Last Date of Online Bid Submission at e-Tender portal **19/01/2024 up to 11:00 AM.** For more details please contact at GP office or may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan
Bondul-1 Gram Panchayat

Office of The
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat
Vill+Po-Srinarayanpur, PS-Dholahat ,South 24 pgs

NOTICE INVITING TENDER

S.No	NIT NO	Tender Title	AMOUNT (Rs.
1.	37/5FC Tied/SPGP/ 2023-24	CONSTRUCTION OF 8 NOS OF VATS UNDER G.P. AREA FOR SOLID WASTE MANAGEMENT	Rs. 320298.00
2.	38/5FC Tied/SPGP/ 2023-24	CONSTRUCTION OF COMM. HALL AT G.P. OFFICE (DECORATION)	Rs. 296310.00

Intending bidders may collect tendered documents from th G.P.Office during the period as stated below

S.N.	Particulars	Date & Hours
1	Tender doc. Sales starts & bid submission start date & time	06/01/2024 at 10:00 AM
2	Tender doc. Sales end & bid submission end date & time	19/01/2024 at 12:10 PM
3	Earnest money depositing end date & time	19/01/2024 at 12:10 PM
4	Bid opening date & time	22/01/2024 at 12:30 PM

Sd/-, Prodhan
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly

Notice Inviting Tender

Sealed Tenders is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of different development work(s) vide **NIT No.: 05/KGP/2024 (Sl.- 01-03), Fund: SBM(G)-II & FFC (Tide) Date: 05.01.2024.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **05.01.2024 at 06:30 PM.** Bid Submission Close Date (Online): **24.01.2024 up to 05:00 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **25.01.2024 up to 01:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **27.01.2024 at 09:00 AM.** For more details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201

Notice Inviting e-Quotation

e-Quotation has invited by the Executive Officer, Serampore-Uttarpara Panchayat Samity for **NIQ No.: 10/SU/2023-24 & Memo No.: 05/SU, Date: 04/01/2024** for Purchase of 01 (One) No. TATA ACE Gold Diesel BS6 "Hearse VAN" & Purchase of 02 (Two) nos. EECO-Ambulance (A.C.) under Serampore-Uttarpara Panchyat Samity. Last Date for Submission of Tender: **20/01/2024 up to 02:00 PM. Tender ID No.: 2024_ZPHD_638005_1 to 3. Website :** https://wbtenders.gov.in

Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-81/2023-24

Exe. Engr., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the work **(1)** Tender ID No. 2023_ADDA_637529_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr. (Civil), ADDA, Durgapur.

Sd/- Exe. Engr., ADDA, Durgapur

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting E-Tender

N.I.E. ET. No. 344/PW/Eng/24 Dt. 04.01.2024
N.I.E. ET. No. 340/PW/Eng/24 Dt. 04.01.2024
N.I.E. ET. No. 345/PW/Eng/24 Dt. 04.01.2024

Visit to website : **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- Superintending Engineer, Asansol Municipal Corporation

OFFICE OF THE
MUNICIPAL COUNCILLORS OF DUM DUM
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata–700028

"DUM DUM MUNICIPALITY HAS PUBLISHED one tender in the Govt website: "wbtenders.gov.in." related to Supply/Installation/Commissioning of Biometry Machine (Eye) and Vision Chart along with demo at Dum Dum Municipal Hospital, a unit under Dum Dum Municipality-2nd CALL vide memo no **1062/DDM/GEN/23-24 Dtd 15.12.2023 e-NIT** Published online on **05.01.2024,** Last Date for Dropping Bids- **22.01.2024,** technical bid opening dates **24.01.2024.**

Sd/- Chairman
Dum Dum Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

183 & 184/23-24 Dated. 04-01-2024 and 185 to 193/23-24 Dated. 05-01-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Malda, Murshidabad, Jalpaiguri and North 24 PGS District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **06-01-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **19-01-2024 & 22-01-2024 before 3.00 pm** as per NIeT.

Date: 05.01.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/424/23-24 Dated 02.01.2024	Construction of pavement road with culvert at Chit Mahal at Ward No-22 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,34,502.00
WBMAD/ULB/ RSM/425/23-24 Dated 02.01.2024	Construction of pavement road with culvert at Mondal para at Ward No-22 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,16,461.00
WBMAD/ULB/ RSM/426/23-24 Dated 02.01.2024	Construction of concrete road with covered surface drain at K.C. DUTTA ROAD BYE LANE at Ward No-17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,88,423.00
WBMAD/ULB/ RSM/427/23-24 Dated 02.01.2024	Construction of concrete road with covered surface drain at Lebutala lane at Ward No-17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,88,618.00

Bid Submission end date: **17.01.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ ডিভিসন, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ মাত্র ৫ (পাঁচ) বছর সময়কালের জন্য শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে স্পেশাল মাইনর ইউনিটের (এসএমইউ) জন্য মডিউলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদান করার লাইসেন্সের বন্দোবস্তের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। অবস্থানের বিবরণ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। শুধুমাত্র ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে টেন্ডারদাতারা ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। লটের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ **ক্রমিক নং; এসইকিউ নং; লট নং; স্টেশন ও যে ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত** নিম্নরূপ ঃ **১; এএ/১; সিএটিজি-এসডিএএইচ-এসএনইউ-এসএমইউ-৫৬-২৩-১**; সংগ্রামপুর ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত যে কোন ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত (মুসলিম/ক্রিশ্চান/শিখ/বৌদ্ধ/জরথুস্ত্রীয় (পার্সি)/জৈন)। **২; এএ/২; সিএটিজি-এসডিএএইচ-ডি-এসএমইউ-৫৭-২৩-১**; দেউলা ও তপসিল জাতিভুক্ত (এসসি) যে কোন ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত। **৩; এএ/৩; সিএটিজি-এসডিএএইচ-ডি-এসএমইউ-৫৮-২৩-১**; দেউলা ও দারিদ্রসীমার নীচে (বিপিএল) বসবাসকারী যে কোন ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত। **৪; এএ/৪; সিএটিজি-এসডিএএইচ- এনটিএ-এসএমইউ-৫৯-২৩-১**; নেতড়া ও তপসিল জাতিভুক্ত (এসসি) যে কোন ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত। **৫; এএ/৫; সিএটিজি-এসডিএএইচ-বিএসডি-এসএমইউ-৬০-২৩-১**; বাসুলডাঙ্গা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী, যুদ্ধে নিহতের বিধবা পত্নী, রেলকর্মীর বিধবা পত্নীদের যে কেউ, যে ব্যক্তিরা রেলওয়ে নিজের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করার কারণে স্থানচ্যুত/বাস্তুচ্যুত তাঁদের জন্য সংরক্ষিত। **৬; এএ/৬; সিএটিজি-এসডিএএইচ-বিএসডি-এসএমইউ-৬১-২৩-১**; বাসুলডাঙ্গা ও দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী (বিপিএল) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **৭; এএ/৭; সিএটিজি-এসডিএএইচ-জিইউআরএন-এসএমইউ-৬২-২৩-১**; গুরুদাস নগর ও মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী, যুদ্ধে নিহতের বিধবা পত্নী, রেলকর্মীর বিধবা পত্নীদের যে কেউ, যে মহিলারা রেলওয়ে নিজের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করার কারণে স্থানচ্যুত/বাস্তুচ্যুত তাঁদের জন্য সংরক্ষিত। **৮; এএ/৮; সিএটিজি-এসডিএএইচ-জিইউআরএন-এসএমইউ-৬৩-২৩-১**; গুরুদাস নগর ও তপসিল উপজাতিভুক্ত (এসটি) যে কোন ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত। **৯; এএ/৯; সিএটিজি-এসডিএএইচ-ডিএইচ-এসএমইউ-৬৪-২৩-১**; ডায়মন্ড হারবার ও স্বাধীনতা সংগ্রামী, যুদ্ধে নিহতের বিধবা পত্নী, রেলকর্মীর বিধবা পত্নীদের যে কেউ, যে ব্যক্তিরা রেলওয়ে নিজের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করার কারণে স্থানচ্যুত/বাস্তুচ্যুত তাঁদের জন্য সংরক্ষিত। **১০; এএ/১০; সিএটিজি-এসডিএএইচ-বিডিওয়াইপি-এসএমইউ-৬৫-২২-১**; বিদ্যাধরপুর ও তপসিল জাতিভুক্ত (এসসি) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **১১; এএ/১১; সিএটিজি-এসডিএএইচ- বিডিওয়াইপি-এসএমইউ-৬৬-২২-১**; বিদ্যাধরপুর ও স্বাধীনতা সংগ্রামী, যুদ্ধে নিহতের বিধবা পত্নী, রেলকর্মীর বিধবা পত্নীদের যে কেউ, যে ব্যক্তিরা রেলওয়ে নিজের প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করার কারণে স্থানচ্যুত/বাস্তুচ্যুত তাঁদের জন্য সংরক্ষিত। **১২; এএ/১২; সিএটিজি-এসডিএএইচ- কেএলকেআর-এসএমইউ-৬৭-২২-১**; কালিকাপুর ও দারিদ্রসীমার নীচে (বিপিএল) বসবাসকারী যে কোন ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত। **১৩; এএ/১৩; সিএটিজি-এসডিএএইচ-সিএইচটি- এসএমইউ-৬৮-২২-১**; চম্পাহাটী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত (ওবিসি) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **১৪; এএ/১৪; সিএটিজি-এসডিএএইচ-জিওএফ-এসএমইউ-৭১-২২-১**; ঘুটিয়ারী শরিফ ও তপসিল জাতিভুক্ত (এসসি) যে কোন ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত। **১৫; এএ/১৫; সিএটিজি-এসডিএএইচ-টিএলএক্স-এসএমইউ-৭২-২২-১**; তালদি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত যে কোন ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত (মুসলিম/ক্রিশ্চান/শিখ/বৌদ্ধ/জরথুস্ত্রীয় (পার্সি)/জৈন)। **১৬;এএ/১৬; সিএটিজি-এসডিএএইচ-টিএলএক্স-এসএমইউ-৭৩-২২-১**; তালদি ও তপসিল জাতিভুক্ত (এসসি) যে কোন ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত। **১৭; এএ/১৭; সিএটিজি-এসডিএএইচ- সিজি-এসএমইউ-৭৪-২২-১**; ক্যানিং ও দারিদ্রসীমার নীচে (বিপিএল) বসবাসকারী যে কোন ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত। **১৮; এএ/১৮; সিএটিজি-এসডিএএইচ-টিএলজি-এসএমইউ-৭৫-২২-১**; টালিগঞ্জ ও শারীরিক/মানসিক প্রতিবন্ধী/দিব্যাঙ্গ শ্রেণীভুক্ত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **১৯; এএ/১৯; সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেবিজিবি-এসএমইউ-৭৬-২২-১**; কোমাগাতা মারু বজবজ ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত (ওবিসি) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **২০; এএ/২০; সিএটিজি-এসডিএএইচ-এসবিজিআর-এসএমইউ-৭৭-২২-১**; সুভাষগ্রাম ও তপসিল জাতিভুক্ত (এসসি) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **২১; এএ/২১; সিএটিজি-এসডিএএইচ-এসএসআরডি- এসএমইউ-৭৮-২২-১**; শাসন রোড ও তপসিল জাতিভুক্ত (এসসি) যে কোন ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত। **২২; এএ/২২; সিএটিজি-এসডিএএইচ-ডিপিডিপি- এসএমইউ-৭৯-২২-১**; ধপধপি ও দারিদ্রসীমার নীচে (বিপিএল) বসবাসকারী যে কোন ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত। **২৩; এএ/২৩; সিএটিজি-এসডিএএইচ-এলকেপিআর-এসএমইউ-৮০-২৩-১**;লক্ষ্মীকান্তপুর ও তপসিল জাতিভুক্ত (এসসি) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **২৪; এএ/২৪; সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেডব্লুডিপি-এসএমইউ-৮১-২৩-১**; কাকদ্বীপ ও তপসিল উপজাতিভুক্ত (এসটি) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **২৫; এএ/২৫; সিএটিজি-এসডিএএইচ-এনএমকেএ- এসএমইউ-৮২-২৩-১**; নামখানা ও দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী (বিপিএল) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **অবস্থান ঃ** সাইট প্লান অনুযায়ী (ক্রমিক নং ১ থেকে ২৫ প্রতিটির জন্য)। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ৫% (ক্রমিক নং ১ থেকে ২৫ প্রতিটির জন্য)। **ই-অকশন-এর তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০১.২০২৪ সকাল ১১.০০ টা (ক্রমিক নং ১ থেকে ২৫ প্রতিটির জন্য)।

(SDAH-324/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতকে টপকে ১ নম্বরে অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতকে পেছনে ফেলে আবারও টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছে অস্ট্রেলিয়া। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান শিরোপাধারীরা ১ নম্বরে ফিরল ছয় মাস পর।

র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদের আগপর্যন্ত ভারত ও অস্ট্রেলিয়া দুই দলেরই রেটিং ছিল ১১৮ করে। পয়েন্ট বেশি থাকার সুবাদে র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে ছিল ভারত। তবে রোহিত শর্মার দল দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে দুই টেস্টের সিরিজ ১,১ ড্র করায় ভারতের রেটিং এক কমে গেছে।

ভারতের রেটিং কমার সময়ে অস্ট্রেলিয়া আছে বাড়ানোর পথে। ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে চলমান তিন টেস্ট সিরিজের প্রথম দুটিতে জিতে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। সিডনিতে চলা তৃতীয় টেস্টও জিতলে প্যাট কামিন্সদের রেটিং হালনাগাদ হবে। তার আগে ভারতের রেটিং ১১৭,তে নেমে যাওয়ায় ১১৮ রেটিংয়ে থেকেই শীর্ষ স্থানে চলে গেছেন কামিন্সরা।

গত বছরের জুনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে কিছুদিনের জন্য

র‍্যাঙ্কিংয়ে ১ নম্বরে ছিল অস্ট্রেলিয়া। এরপর সেটি ভারতের দখলে চলে যায়। এর আগে ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের মে পর্যন্ত টানা ১৬ মাস র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ছিল অস্ট্রেলিয়া।

বর্তমানে রেটিংয়ের দিক থেকে ওপরে থাকলেও পয়েন্টে এখনো পিছিয়ে কামিন্সদের দল। রোহিতদের পয়েন্ট ৩৭৪৬, অস্ট্রেলিয়ার ৩৫৩৪। তবে রেটিং সমান হলেই শুধু পয়েন্ট বিবেচনায় নেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়া,পাকিস্তান চলমান সিডনি টেস্ট এবং তিন সপ্তাহ পর ভারতে শুরু হতে যাওয়া ভারত,ইংল্যান্ড পাঁচ টেস্টের ফলের ভিত্তিতে র‍্যাঙ্কিংয়ের ওপরের দিকে ওলট, পালটের সম্ভাবনা আছে। ইংল্যান্ড ১১৫ রেটিং নিয়ে তিনে অবস্থান করছে।

টেস্ট খেলুড়ে ১২ দেশের মধ্যে ৫১ রেটিং নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ৯ নম্বরে। পেছনে আছে শুধু জিম্বাবুয়ে (১০), আফগানিস্তান (১১) ও আয়ারল্যান্ড।

বর্তমানে রেটিংয়ের দিক থেকে ওপরে থাকলেও পয়েন্টে এখনো পিছিয়ে কামিন্সদের দল। রোহিতদের পয়েন্ট ৩৭৪৬, অস্ট্রেলিয়ার ৩৫৩৪। তবে রেটিং সমান হলেই শুধু পয়েন্ট বিবেচনায় নেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়া,পাকিস্তান চলমান সিডনি টেস্ট এবং তিন সপ্তাহ পর ভারতে শুরু হতে যাওয়া ভারত,ইংল্যান্ড পাঁচ টেস্টের ফলের ভিত্তিতে র‍্যাঙ্কিংয়ের ওপরের দিকে ওলট, পালটের সম্ভাবনা আছে। ইংল্যান্ড ১১৫ রেটিং নিয়ে তিনে অবস্থান করছে।

টেস্ট খেলুড়ে ১২ দেশের মধ্যে ৫১ রেটিং নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ৯ নম্বরে। পেছনে আছে শুধু জিম্বাবুয়ে (১০), আফগানিস্তান (১১) ও আয়ারল্যান্ড।

বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটারের দৌড়ে খাজা, হেডের সঙ্গে অশ্বিন ও রুট

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইসিসি বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার (পুরুষ) ২০২৩ পুরস্কারে মনোনয়ন পেয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ট্রাভিস হেড, উসমান খাজা ও জো রুট। ভারতীয় স্পিনার অশ্বিন তৃতীয়বারের মতো মনোনয়ন পেয়েছেন।

২০১৬ সালে জেতার পর ২০২১ সালেও মনোনীত হয়েছিলেন অশ্বিন। খাজা টানা দ্বিতীয়বার মনোনয়ন পেয়েছেন। রুটও অশ্বিনের মতো দ্বিতীয়বার এই পুরস্কার প্রত্যাশী। এর আগে ২০২১ সালে বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার হয়েছিলেন রুট।

রবিচন্দ্রন অশ্বিন

৪১ উইকেট, ৭ ম্যাচ

২০২৩ সালে ৭ টেস্ট খেলে ৪১ উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন। গত বছর ঘরের মাঠে বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে ৪ টেস্টে ২৫ উইকেট নিয়েছেন। সেই সিরিজেই অনিল কুম্বলেকে টপকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের সর্বোচ্চ (১১৪) উইকেট নেওয়ার কীর্তিও গড়েন। জেতেন সিরিজ সেরার পুরস্কার। এমন পারফরম্যান্সের পরও আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের একাদশে জায়গা পাননি অশ্বিন।

ট্রাভিস হেড

৯১৯ রান, ১২ ম্যাচ

বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে যেখানে অস্ট্রেলিয়ার বেশির ভাগ ব্যাটসম্যানরাই ধুঁকেছে, হেড সেখানে ৩ ম্যাচ খেলেই ২৩৫ রান করেছিলেন। যা ছিল সেই সিরিজে উসমান খাজা (৩৩৩) ও মারনাস লাবুশেনের (২৪৪) পর তৃতীয় সর্বোচ্চ। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে তাঁর শতকেই ভারতকে হারায় অস্ট্রেলিয়া। ওভালে সেই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৬৩ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরাও হয়েছেন হেড।

উসমান খাজা

১২১০ রান, ১৩ ম্যাচ

২০২৩ সালে টেস্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক খাজা। ভারতের মাটিতে স্পিন-সহায়ক উইকেটে বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন খাজা। ৪ টেস্টের ৭ ইনিংসে করেছিলেন ৩৩৩ রান। যা সেই সিরিজে বিরাট কোহলির চেয়ে ৩৫ রান বেশি। এমনকি অ্যাশেজেও সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন খাজা। ১০ ইনিংসে প্রায় ৫০ গড়ে করেছিলেন ৪৯৬।

জো রুট

৭৮৭ রান, ৮ উইকেট, ৮ ম্যাচ

রুট বছর শুরু করেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে তিনটি পঞ্চাশোর্ধ রানের ইনিংস খেলে। সেই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েলিংটনে প্রথম ইনিংসে অপরাজিত ১৫৩ রানের ইনিংস খেলার পর দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি করেছিলেন ৯৫ রান। মাত্র ১ রানে সেই টেস্টটি জিতেছিল নিউজিল্যান্ড। অ্যাশেজে রুট ছিলেন তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। ৯ ইনিংসে ৫১.৫০ গড়ে রান করেন ৪১২।

ওয়ার্নারের জায়গায় টেস্টে ওপেন করতে আগ্রহী স্মিথও

নিজস্ব প্রতিনিধি: মিচেল মার্শ, ক্যামেরন গ্রিন, মার্কাস হ্যারিস, ক্যামেরন ব্যানক্রফট, ম্যাথু রেনশ এদের সঙ্গে এবার নতুন আরেকটি নাম যোগ করুন। সেটাও যেনতেন কোনো নাম নয়। এই প্রজন্মের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান স্টিভ স্মিথ। ডেভিড ওয়ার্নারের জায়গায় অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্টে ওপেন করতে আগ্রহী তিনিও, যে আগ্রহের কথা বলেছেন নিজেই।

সিডনি টেস্ট দিয়ে সাদা পোশাকের ক্রিকেটকে বিদায় বলছেন ওয়ার্নার। এরপর ওপেনিংয়ে উসমান খাজার সঙ্গী কে হবেন, এই প্রশ্ন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে বেশ জোরেশোরেই উচ্চারিত হচ্ছে। যে কয়টি নাম ঘুরেফিরে আসছে তাঁর মধ্যে হ্যারিস, ব্যানক্রফট, রেনশ প্রথাগত ওপেনার। গ্রিন ও মার্শ মূলত মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান।

তাঁদের ওপরে আনার কথা ভাবা হচ্ছে দলের সমন্বয়ের কথা ভেবে। কারণ, তাঁদের কেউ ওপেনিংয়ে এলে দলের বোলিং বিকল্প বেড়ে যাবে। এখন স্মিথ ওপরে গেলেও মার্শ ও গ্রিন দুজনকেই একাদশে সুযোগ দিতে পারবে অস্ট্রেলিয়া। তাতেও অস্ট্রেলিয়ার বোলিং বিকল্প বাড়বে আরও।

তৃতীয় দিনের খেলা শেষে এবিসি রেডিওকে স্মিথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আসলে আমিও ওপরে যেতে পারলে খুশিই হব। আমি খ বই আগ্রহী, এটাই যদি তারা করতে চায়। আমি নিশ্চিত, নির্বাচকেরা ও রন (অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড) এবং প্যাটি (কামিন্স) এই ম্যাচের পর এই প্রসঙ্গে আলোচনা করবে। তবে হ্যাঁ, আমি নিশ্চিতভাবেই আগ্রহী।'

গত কিছুদিন ওয়ার্নারের জায়গায় অনেকেরই নাম শোনা গেছে। মারনাস লাবুশেনকে তিন নম্বর থেকে ওপেনিংয়ে নিয়ে আসা হতে পারে, এমন আলোচনাও ছিল। তবে স্মিথ যে ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে এসে নতুন এমন চ্যালেঞ্জ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করবেন, সেটা অনেকেরই ধারণা ছিল না।

স্মিথ সবচেয়ে ওপরে ব্যাট করেছেন তিন নম্বরে। এই পজিশনে ১৭ টেস্ট খেলে ৮ সেঞ্চুরি তার, ব্যাটিং গড় ৬৭.০৭। চার নম্বরে ৬৭ টেস্টে সেঞ্চুরি তার ১৯টি, গড় ৬১.৪৬। পাঁচ নম্বরে ১৯ টেস্ট খেলে সেঞ্চুরি ৪টি, ব্যাটিং গড় ৫৭.১৮।

তিন নম্বরে সফল হওয়ার পরও তবে দলীয় সমন্বয়ের কারণে ২০১৭ সালে ভারত সফর ও বাংলাদেশ সফরের পর তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। সেই দুই সফরেও তিন নম্বরে নেমে কঠিন স্পিনিং কন্ডিশনে ৯ ইনিংসে ৩টি শতক পেয়েছিলেন। তবে এরপরও স্মিথ তিনে আর সুযোগ পাননি। বরং তাঁর আগে তিন নম্বরের জন্য অস্ট্রেলিয়া বিবেচনা করেছিল খাজাকে।

তখন ঘুরেফিরে ওপেন করেছেন ব্যানক্রফট- রেনশ-বার্নসরা। ২০১৯ সাল থেকে তিন নম্বর জায়গাটা নিজের করে নিয়েছেন লাবুশেন।

চলতি বছরটা স্মিথের ভালো যায়নি। ২৪ ইনিংসে স্মিথের রান ৯২৯।

গড় ৪২.২২। শতক ৩টি, অর্ধশতক ৩টি। এমন একটা ম্যাড়মেড়ে বছর কাটানোর পর নতুন চ্যালেঞ্জ স্মিথের ক্যারিয়ারে আরও নতুন ধাপ যোগ করতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসনও এমনটাই মনে করেন।

গতকাল প্রথমবার মূলত তিনিই বলেছিলেন স্মিথকে ওপেনিংয়ে নিয়ে আসার কথা, 'ওপেন করার কৌশল স্মিথের আছে, যে চ্যালেঞ্জটা দরকার সেটাও আছে। আমার উদ্বেগের জায়গা হলো স্মিথকে যদি নতুন চ্যালেঞ্জ দেওয়া না হয়, ও হয়তো সময়ের আগেই কিছু জিনিস ছেড়ে দেবে।'

মেসির দিকে তাকিয়ে থাকতেন বার্সা তারকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারা দিন/ ওই চোখে সাগরের নীল।' শ্যামল মিত্রের এই গান বার্সেলোনার তরুণ তুর্কি পেদ্রির শোনার কথা নয়। তবে গানের এই লাইনগুলোতে যে অনুভূতির কথা বলা হয়েছে, সেই একই অনুভূতির মধ্য দিয়ে গেছেন স্প্যানিশ এই মিডফিল্ডারও।

প্রেমিকা বা পছন্দের কোনো নারীকে দেখে নয়। পেদ্রি চেয়ে চেয়ে দেখার এমন অনুভূতির মধ্য দিয়ে গেছেন মূলত লিওনেল মেসিকে দেখে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বার্সায় এসে লিওনেল মেসিকে প্রথম দেখার এবং তাঁর সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেছেন পেদ্রি। এ সময় তিনি মেসিকে ইতিহাসের সেরা বলেও দাবি করেছেন।

২০২০ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে বার্সায় আসেন পেদ্রি। কাতালান ক্লাবটির হয়ে শুরু থেকেই নিজেকে প্রমাণ করেন তখনো কৈশোর না পেরোনো এই মিডফিল্ডার। পেদ্রি যখন বার্সায় আসেন, তখন ক্যাম্প ন্যুর ক্লাবটি পুরোপুরি মেসিময়। ক্লাবে আসার পর পেদ্রিও আক্রান্ত হন মেসি,জ্বরে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মেসিকে ইতিহাসের সেরা দাবি করে পেদ্রি বলেছেন, 'মেসি ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়। আমি তাকে

অনুশীলনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ তাম আর বলতাম, তআমি এখানে তার সঙ্গে কী করছি।দ আমি সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকতাম। আমি যখন বার্সায় আসি প্রথম যে মানুষটিকে আমি ড্রেসিংরুমে দেখি, সে ছিল মেসি। তার এমনই দ্যুতি ছিল।'

মেসির পাশাপাশি পেদ্রি কথা বলেছেন সাবেক অধিনায়ক জেরার্ড পিকেকে নিয়েও, 'পিকে অনুশীলনে উদ্যমী ছিল না। কিন্তু ম্যাচে ছিল দুর্দান্ত। অনুশীলনে আমি তাকে সাত, আটবার ড্রিবল করতে পারতাম।'

এ সময় রবার্ট লেভানডফস্কি অবসরে গেলে তাঁর বিকল্প হিসেবে বার্সায় কে আসতে পারেন, তা নিয়েও কথা বলেছেন পেদ্রি, 'বয়স যদি ১৯ কিংবা ২২ বছর হতো আমি মেসিকেই দলে টানতাম। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি হলান্ডকে দলে নিতে চাই। সে সাইবর্গ (কাল্পনিক সুপারহিরো) এবং প্রচুর গোল করতে পারে।'

কারাগার থেকে মুক্ত প্রেমিকাকে খুন করা 'ব্লেড রানার' পিস্টোরিয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি: কারাগার থেকে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে 'ঘরে আছেন' দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অলিম্পিক দৌড়বিদ অস্কার পিস্টোরিয়াস। ১১ বছর আগে প্রেমিকা রিভা স্টিনক্যাম্পকে খুনের দায়ে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। সে সময় বেশ আলোচিত ছিল এ ঘটনা।

কারাদণ্ডের অর্ধেকের বেশি পার করার পর ৩৭ বছর বয়সী দুই পা-বিহীন এই দৌড়বিদকে রাজধানী প্রিটোরিয়ার বাইরের অ্যাটারিজভিল কারাগার থেকে নিভৃতেই বের করে আনা হয়। বাইরে অবশ্য অপেক্ষায় ছিলেন অনেক সংবাদকর্মী। তবে কারা কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের আগেই জানিয়ে দেয়, পিস্টোরিয়াসের সঙ্গে কথা বলা বা ছবি তোলার কোনো সুযোগ থাকবে না।

এক বিবৃতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার শোধনাগার সার্ভিস বিভাগ বলেছে, তাকে গণ শোধনাগার ব্যবস্থায় নেওয়া হয়েছিল এবং এখন তিনি ঘরে আছেন।

প্যারোলের শর্ত অনুযায়ী, কার্বন-ফাইবারের কৃত্রিম পা দিয়ে দৌড়ে 'ব্লেড রানা' নামে খ্যাতি পাওয়া পিস্টোরিয়াস সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না।

২০১৩ সালের ভালোবাসা দিবসের ভোরে তখনকার ২৯ বছর বয়সী মডেল স্টিনক্যাম্পকে বাথরুমের দরজা দিয়ে চারবার গুলি

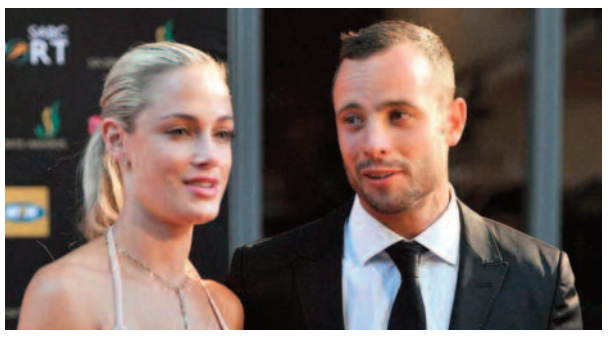

করে হত্যা করেন পিস্টোরিয়াস। তার আগের বছরই লন্ডনে দৌড়ে ইতিহাস গড়েন পিস্টোরিয়াস। অলিম্পিক পর্যায়ে দুই পা,বিহীন প্রথম দৌড়বিদ ছিলেন তিনি।

শুরুতে ২০১৪ সালে উচ্চ আদালতের এক রায়ে অনিচ্ছাকৃত হত্যার দায়ে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল পিস্টোরিয়াসকে। তবে আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে জেনেবুঝে খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন। ২০১৭ সালে দীর্ঘ শুনানি ও কয়েক দফা আপিলের পর তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৩ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। যদিও রাগের মাথায় স্টিনক্যাম্পকে হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন পিস্টোরিয়াস। তাঁর দাবি, ডাকাত ভেবে গুলি করেছিলেন তিনি।

পিস্টোরিয়াসের মুক্তির দিন সকালে একটি বিবৃতি দিয়েছেন স্টিনক্যাম্পের মা জুন। তিনি বলেছেন, বিচারিক পদ্ধতির সিদ্ধান্ত ও প্যারোলের শর্ত মেনে নিলেও তাঁর 'বেদনা এখনো তরতাজা ও বাস্তব।' জুন বলেন, 'আপনার ভালোবাসার মানুষ যদি ফিরে না আসে, তাহলে ন্যায়বিচার কখনোই হবে না আর কোনো পরিমাণের সাজাই রিভাকে ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট নয়। আমরা, যারা এখনো পড়ে আছি, তারাই আসলে যাবজ্জীবন সাজা ভোগ করছি।'

দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়ম অনুযায়ী, সাজার অর্ধেক পেরোনোর পর একজন অপরাধী স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারোলের যোগ্য হন। গত মার্চে প্রথমবারের মতো প্যারোলের আবেদন করেন পিস্টোরিয়াস। তবে সে সময় বোর্ড দেখেছিল, সাজার পর্যাপ্ত সময় পার হয়নি।

কে হবেন বর্ষসেরা ক্রিকেটার হেড, কামিন্স, কোহলি না জাদেজা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ ও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ;২০২৩ সালে দুটি আইসিসি ট্রফি জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বে দলটির হয়ে দুটি ফাইনালেই ম্যাচসেরা ছিলেন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ট্রাভিস হেড। বছর শেষে আইসিসি বলছে;কামিন্স আর হেড, দুজনই আছেন ২০২৩ সালের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের মনোনয়ন তালিকায়। দুই অস্ট্রেলিয়ানের সঙ্গে বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার গ্যারি সোবার্স ট্রফির জন্য মনোনীত হয়েছেন দুই ভারতীয় বিরাট কোহলি আর রবীন্দ্র জাদেজা।

এ ছাড়া বর্ষসেরা নারী ক্রিকেটারের পুরস্কার রাচেল ফ্লিন্ট ট্রফির জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলেই গার্ডনার ও বেথ মুনি, শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপাত্তু এবং ইংল্যান্ডের ন্যাট সিভার,ব্রান্ট। আজ আইসিসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মনোনীতদের নাম প্রকাশ করা হয়।

২০১৯ সালে বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটারের পুরস্কার জেতা কামিন্স ২০২৩ সালে বোলিংয়ের পাশাপাশি অধিনায়কত্বে উজ্জ্বল ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে জুনে ওভালে ভারতকে হারিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতে অস্ট্রেলিয়া। পাঁচ মাস পর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে একই দলকে হারিয়ে জেতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। মাঝে ইংল্যান্ডে অ্যাশেজ ড্র করে অস্ট্রেলিয়া। দলগত তিনটি বড় সাফল্যের পাশাপাশি টেস্ট ও ওয়ানডে মিলিয়ে পুরো বছরে মোট ৫৯টি উইকেট নেন কামিন্স।

কামিন্সের সতীর্থ হেড ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও বিশ্বকাপ ফাইনাল জয়ের নায়ক। টেস্টে ৯১৯ রানসহ পুরো বছরে ১৬৯৮ রান করেছেন এই বাঁহাতি। যা তাঁকে প্রথমবারের মতো বর্ষসেরা ক্রিকেটারের তালিকায় জায়গা করে দিয়েছে।

বর্ষসেরা হতে হেড ও কামিন্সকে লড়তে হবে দুইবারের গ্যারি সোবার্স ট্রফিজয়ী কোহলির সঙ্গে। ভারতের সাবেক অধিনায়ক ২০২৩ সালে ওয়ানডে ও টেস্ট মিলিয়ে তুলেছেন ২০৪৮ রান, যার মধ্যে বিশ্বকাপেই ছিল রেকর্ড ৭৬৫।

বছরজুড়ে ছয়টি ওয়ানডে শতক করে শচীন টেন্ডুলকারের দুই যুগের বেশি সময় স্থায়ী সবচেয়ে বেশি ওয়ানডে শতকের রেকর্ডও ভেঙেছেন।

বর্ষসেরা ক্রিকেটারের মনোনয়নে জাদেজা জায়গা পেয়েছেন বোলিং সাফল্যের কারণে। সব সংস্করণ মিলিয়ে বছরের সর্বোচ্চ ৬৬ উইকেট নিয়েছেন ভারতের এই স্পিনার। এ ছাড়া ব্যাট হাতে ৬১৩ রানও আছে তাঁর।

মেয়েদের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের তালিকায় জায়গা পেয়েছেন গতবারের সেরা ন্যাট সিভার,ব্রান্ট। মেয়েদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের এই অলরাউন্ডার ৯ উইকেট ও ৮৯৪ রান করেছেন। যেখানে ওয়ানডেতে গড় ছিল ১৩১.০০, টি, টোয়েন্টিতে ৪৫.৫০।

শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু জায়গা পেয়েছেন ওয়ানডে ও টি,টোয়েন্টি মিলিয়ে মোট ৮৮৫ রান করে। আতাপাত্তু এ বছরের আইসিসি অ্যাওয়ার্ডে ওয়ানডে এবং টি,টোয়েন্টি বর্ষসেরারও মনোনয়ন পেয়েছেন।

মেয়েদের বর্ষসেরা পুরস্কারে অপর দুজনই অস্ট্রেলিয়ান। অফ স্পিনার গার্ডনার তিন সংস্করণ মিলিয়ে নিয়েছেন ৫৮ উইকেট, যা বছরের সর্বোচ্চ। এ ছাড়া বছরের শুরুর দিকে অনুষ্ঠিত আইসিসি নারী টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কার জেতেন তিনি। প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে টানা দুবার (জুন ও জুলাই) আইসিসির মাসসেরা খেলোয়াড়ও হন গার্ডনার। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার,ব্যাটার মুনিও আছেন গার্ডনারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। বাঁহাতি এ ব্যাটার ২০২৩ সালের সর্বোচ্চ ১০৪০ রান করেন, যার মধ্যে ছিল নারী টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ৭৪ রানের ইনিংস।

মনোনীত খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে সেরা নির্বাচন করা হবে সমর্থক ও আইসিসি ভোটিং একাডেমির ভোটে। সমর্থকেরা ভোট দিতে পারবেন আইসিসির ওয়েবসাইটে গিয়ে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**